Visit http://www.asram.org

১৯শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - যোনা ১:১–২:১,১১

যোনাকে আহ্বান, তাঁর পলায়ন ও নৌকাডুবি

প্রভুর বাণী আমিত্তাইয়ের সন্তান যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।' কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় তার্সিসে যাবার জন্য রওনা দিলেন; যাফা বন্দরে নেমে গিয়ে তিনি একটা জাহাজ পেলেন, যা তার্সিসে যাবে; প্রভুর কাছ থেকে দূরে যাবার চেষ্টায় তিনি যাত্রার ভাড়া দিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার্সিসের দিকে সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রভু সমুদ্রের উপরে প্রচন্ড বাতাস নিক্ষেপ করলেন; ফলে সমুদ্র এমন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, জাহাজটা ভেঙে যাবার উপক্রম হল। নাবিকেরা অভিভূত হয়ে পড়ল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে চিৎকার করতে লাগল, এবং জাহাজ হালকা করে দেবার জন্য যত মালমত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। ইতিমধ্যে যোনা জাহাজের খোলে নেমে গেছিলেন, আর সেখানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন জাহাজের সারেঙ তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ওহে, ব্যাপারটা কি যে, তুমি এতই ঘুমোচ্ছ? ওঠ, তোমার পরমেশ্বরকে ডাক; হয় তো পরমেশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।' পরে নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'এসো, কার্ দোষেই বা আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে, তা জানবার জন্য গুলিবাঁট করি।' তারা গুলিবাঁট করলে যোনার নামে গুলি উঠল; তাই তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, কার্ দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কী? কোথা থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কোন্ জাতির মানুষ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি হিব্রু; আমি স্বর্গের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে উপাসনা করি, যিনি সমুদ্র ও স্থলভূমির নির্মাণকর্তা।' তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, তাঁকে বলল, 'তবে তুমি কেনই বা এমন কাজ করেছ?' কেননা তিনি যে প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, একথা তারা জানতে পেরেছিল, যেহেতু তিনিই তাদের তা বলে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে বলল, 'তবে সমুদ্র যেন আমাদের প্রতি আবার ক্ষান্ত হয়, বল, তোমাকে নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?' কারণ সমুদ্র উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তিনি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র, যা এখন তোমাদের বিপক্ষে, আবার ক্ষান্ত হবে; আমি তো জানি, আমারই দোষে এই ভীষণ ঝঞ্ঝা তোমাদের উপর নেমে পড়েছে।' সেই নাবিকেরা জাহাজটা ফিরিয়ে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিরুদ্ধে আরও প্রচন্ড হয়ে উঠছিল। তাই তারা অবশেষে প্রভুকে ডাকতে লাগল; তারা বলল: 'দোহাই তোমার, প্রভু, মিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের কারণে আমাদের সর্বনাশ যেন না হয়; নির্দোষীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের দায়ী করো না; কেননা, হে প্রভু, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই তুমি কাজ করেছ।' এবং যোনাকে ধরে তারা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র ক্ষান্ত হল, আর ক্ষুব্ধ হল না। তাই সেই লোকদের অন্তরে প্রভুর প্রতি ভীষণ ভয় জাগল: প্রভুর উদ্দেশে তারা বলি উৎসর্গ করল, নানা মানতও করল।

ইতিমধ্যে প্রভু এব্যাপারে স্থির করেছিলেন যে, প্রকান্ড একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেলবে; তাই যোনা সেই মাছের পেটের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে রইলেন। পরে প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

শ্লোক যোনা ১:১-৩; মথি ১২:৩৯

℟ প্রভুর বাণী যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ওঠ, মহানগরী নিনিভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে,
℣ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।
℟ এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু নবী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না:
℣ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা — সাম ৪৩:৮৩-৮৫

যোনার চিহ্ন

লক্ষ কর, যোনার কাহিনীতে আমরা যা পড়ে থাকি, তা সুসমাচারের কথা থেকে ভিন্ন কিনা: যোনা জাহাজের গর্ভস্থলে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, এতে পবিত্র যন্ত্রণাভোগের পূর্বদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত। কেননা ধরা পড়ার ভয় না থাকায় যোনা যেমন জাহাজের গর্ভস্থলে ঘুমাচ্ছিলেন ও শান্ত মনে নাক ডাকছিলেন, তেমনি যিনি সেই পূর্বদৃষ্টান্ত নিজের মৃত্যু-রহস্যে পূর্ণ করলেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট সুসমাচার-প্রচারের সময়ে একটি নৌকায় ঘুমালেন। আর যেমন যোনা প্রকান্ড একটা মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত যাপন করেছিলেন, তেমনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে মানবপুত্র পৃথিবীর মাটিগর্ভে তিন দিন তিন রাত যাপন করলেন। আর যখন তিনি সকলের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করার জন্য নিদ্রা থেকে দেহ নিদ্রাভঙ্গ করে মৃত্যু থেকে জেগে উঠলেন, তখন শিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনিই সেই প্রকৃত যোনা, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আর তাঁকে এই উদ্দেশ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছিল ও সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই প্রকান্ড মাছ দ্বারা ধরা পড়লে ও কবলিত হলে তিনি তার ভিতরে থেকে নিজের অন্তর শোধন করতে পারেন।

মাছটা যে কী, একথা জানবার জন্য যোবের এ বাণী শোন: *আমি কি কোন সমুদ্র-দানব যে তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?*

তিনি কে? তুমি একথা তখন জানবে, যখন এ বাণী পড়বে যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট *বন্দিদশাকে বন্দি করে স্বর্গে চালিত করলেন*; বাস্তবিকই খ্রীষ্ট সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুকে পরাজিত করলে আমরা যারা বন্দি ছিলাম তাঁর দ্বারা মুক্তি পেতে শুরু করলাম।

উপরন্তু, ধন্য যোনার প্রার্থনা আমাদের শেখায় যে, এখানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে; কারণ যোনা বলেছিলেন, *আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম আর তিনি সাড়া দিলেন; পাতাল-গর্ভ থেকেই আমি ডাকছিলাম।* তুমি কি লক্ষ করেছ, কেমন করে মাছের পেটের কথা নয়, পাতালের গর্ভই উল্লিখিত? আর আসলে প্রভু একটা মাছের পেটে নয়, পাতালেই নেমে গেলেন, যারা পাতালে ছিল তারাও যেন চিরন্তন শেকল থেকে মুক্তি পায়। তাহলে যিনি প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের কণ্ঠে আত্মোৎসর্গ করলেন, তিনি কেইবা হতে পারেন, সকল যাজকের সেই প্রধান ছাড়া যিনি সকলের জন্য ব্রতী হয়ে ব্রত উদ্‌যাপনও করলেন? বস্তুত কেবল তিনিই তেমন কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ যোনা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেই সমুদ্র প্রশমিত হল, তেমনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এ জগতে এলেন যেন জগতের মুক্তি সাধন করতে পারেন ও নিজের রক্ত দ্বারা স্বর্গীয় কি পার্থিব সমস্ত কিছুই শান্তি-সম্পর্কে স্থাপন করতে পারেন। অতএব, আপন আগমনে তিনি সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে, রোগপীড়িতদের নিরাময় করে ও মানুষের হৃদয়ে প্রভুভয় সঞ্চার করে নিজের কর্মকাণ্ডে সকল মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি আকর্ষণ করলেন। তিনিই আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন, ও আমাদের মনপরিবর্তনের জন্য যোগ্য বলি নিবেদন করলেন। তিনিই নিদ্রাগত হলেন ও সর্বকালের মতই জেগে উঠলেন।

শ্লোক মথি ১২:৪০; ২০:১৯; যোনা ২:২,১১

প্র যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন, তেমনি

উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।

প্র সেই মাছের পেটের ভিতর থেকে যোনা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন; তাই প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।

সোমবার

প্রথম পাঠ - যোনা ৩:১–৪:১১

নিনিভের মনপরিবর্তন ও যোনার ক্ষোভ

প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘ওঠ, ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা কর।’ যোনা উঠে প্রভুর বাণীমত নিনিভের দিকে রওনা হলেন। সেই নিনিভে তুলনার অতীত এক বিরাট নগরী ছিল, নগরীকে পায়ে হেঁটে পার হতে তিন দিন লাগত! যোনা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন; পরে একথা ঘোষণা করলেন, ‘এখনও চল্লিশ দিন, তারপর নিনিভে উৎপাটিত হবে।’ নিনিভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল; তারা উপবাস ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। খবরটা নিনিভে-রাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে ও রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন। পরে রাজার ও তাঁর পরিষদদের নির্দেশে নিনিভেতে একথা ঘোষণা করা হল: ‘মানুষ ও পশু, গবাদি ও মেষ-ছাগ কেউই কিছু মুখে দেবে না, চরে বেড়াবে না, জল পান করবে না। মানুষ ও পশু চটের কাপড় পরে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করুক। কি জানি, পরমেশ্বর হয় তো মন ফেরাবেন, এবং দয়া দেখিয়ে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত করবেন, যেন আমাদের বিনাশ না হয়।’ পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল; তাই তিনি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে দয়াবোধ করে সেই অমঙ্গল ঘটালেন না।

এতে যোনা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, ‘দোহাই তোমার, প্রভু; কিন্তু দেশে থাকতেই আমি কি ঠিক একথা বলছিলাম না? সেজন্যই শীঘ্র করে তার্সিসে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি দয়াবান স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান, এবং অমঙ্গল সাধন করে দুঃখই পাও। তাই এখন, প্রভু, দোহাই তোমার, আমার প্রাণ নাও, কারণ আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!’ উত্তরে প্রভু তাঁকে বললেন, ‘এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?’

তখন যোনা নগরীর বাইরে গিয়ে নগরীর পুবদিকে বসে রইলেন; সেখানে নিজের জন্য একটা কুটির বেঁধে তার নিচে ছায়াতে বসে বসে নগরীর কি দশা হয়, তা দেখবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত যোনার উপরে একটা রেড়িগাছ বেড়ে উঠতে লাগল, যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া পড়ে, ফলে তিনি যেন তাঁর অসন্তোষ থেকে উদ্ধার পান। সেই রেড়িগাছের জন্য যোনা বড়ই আনন্দ পেলেন; কিন্তু পরদিন ভোরে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত একটা পোকা সেই রেড়িগাছে দাঁত বসালে গাছটা শুকিয়ে গেল। আর সূর্য উঠলে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত পুব থেকে একটা উত্তপ্ত বাতাস

বইতে লাগল; তখন যোনার মাথার উপরে রোদের এমন চাপ পড়ল যে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়ে এই বলে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন, 'আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!'

পরমেশ্বর যোনাকে বললেন, 'সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তা ঠিক মনে করছি। আমি এতই ক্রুদ্ধ যে, মৃত্যু প্রার্থনা করি!' প্রভু বললেন, 'তুমি এই রেড়িগাছের জন্য শ্রমও করনি, গাছটা বাড়াওওনি; গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনিভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।'

শ্লোক মথি ১২:৪১; যোনা ৩:৫,১০ দ্রঃ

℟ নিনিভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে,
℣ কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।
℟ তারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল, চটের কাপড় পরল, ও কুপথ ত্যাগ করল;
℣ কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - যোনার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩:২৩–৪:২৯

প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত,
যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন

পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল। প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত, ও যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন, প্রাচীন যত পাপ সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করেন, ও মানুষ পাপ থেকে বিরত হলেই তিনিও ক্রোধ থেকে বিরত হন, আর শুধু তা নয়, শ্রেয় সমস্ত কিছুই প্রদান করেন। আর যেহেতু তিনি শুভ সঙ্কল্পে ব্যস্ত আত্মাকে দেখেন, সেজন্য তিনি কোমলতা দেখান, দণ্ড দূর করে দেন ও ক্ষমা মঞ্জুর করেন। স্বয়ং সত্য এবাণী বলেন: *হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই; বরং দুর্জন যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।*

কিন্তু তিনি যখন সেই অমঙ্গলেরই কথা বলেন যা বিষয়ে হুমকি দিয়েছিলেন, তখন অনিষ্ট নয় ক্রোধেরই কথা ভাবেন—এই ক্রোধ থেকেই তো প্রতিশ্রুত যন্ত্রণা উদ্গত হবে। কেননা পুণ্যকর্মের প্রেমিক হওয়ায় আমাদের ঈশ্বর কোন অনিষ্ট সাধন করেন না।

আহা, এ করুণা কতই না অপরূপ—যদিও মানুষ তা উপলব্ধি করে না! তেমন করুণার উপযুক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে ভাষা আছে কি? ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গলময়তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোন্ গুণকীর্তন করব? তিনি তো *আমাদের কাছ থেকে দূরে ফেলে দেন আমাদের সমস্ত অপরাধ,* আর সেই অপরাধের সঙ্গে দণ্ডও দূরে ফেলে দেন। লক্ষ কর কেমন করে যোনা বিনা যুক্তিতে ও বিনা কারণে এমন সময়ই অবসন্নতা দেখান, যখন পুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের কাজে সম্মতি দেখানো ও তার প্রশংসাবাদ করাই উচিত ছিল! ঈশ্বর বললেন, *সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ? গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনিভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।*

বস্তুতপক্ষে বালকেরা এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করতে অক্ষম, ফলে নিরপরাধী হওয়ায় তাদের প্রতি অধিক করুণা দেখানো ন্যায়সঙ্গত: যারা এখনও নিজেদের হাত দু'টো নির্ণয় করতে অক্ষম, তাদের কী পাপ আরোপ করা যেতে পারে?

আর যখন তিনি পশুদের কথা উত্থাপন করে এমনটি বলেন যে তাদেরও বাঁচানো উচিত, তখন এতেও তিনি মহাকরুণার পরিচয় দেন। ধার্মিক মানুষ যখন পশুদের প্রাণের জন্য চিন্তিত হওয়ায় প্রশংসার পাত্র, তখন বিশ্বপ্রভু যে ধার্মিকদের প্রতি করুণা ও মমতা দেখান, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এভাবে খ্রীষ্ট মুক্তিমূল্য রূপে নিজেকে দান করে সকলকেই পরিত্রাণ করলেন: ছোট কি বড়, জ্ঞানবান কি নির্বোধ, ধনী কি নির্ধন, ইহুদী কি গ্রীক সকলেরই তিনি মুক্তিমূল্য। তাই আমরা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ভাবে গান করি: *মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু। ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান! তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান।*

শ্লোক এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

℟ প্রভু, তোমার করুণার কথা যদি না জানতাম, তবে আমি মহা সঙ্কট বোধ করতাম; তুমি বলেছ: দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং এতেই আমি প্রীত, সে যদি আপন পথ থেকে ফিরে বাঁচে।
℣ তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের দয়া কর।
℟ হে দয়াময় প্রভু, তুমি অশ্রুসিক্ত পিতরকে গ্রহণ করেছ!
℣ তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের দয়া কর।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - জাখা ৯:১–১০:২

সিয়োনের জন্য পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

প্রভুর বাণী হাদ্রাকের বিরুদ্ধে;
তা দামাস্কাসের উপরে অধিষ্ঠিত,
কারণ আরামের মণি প্রভুরই, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীও তাঁরই;
তার পার্শ্ববর্তী হামাৎ
ও তত বুদ্ধিমতী সেই সিদোনও তাঁরই।
তুরস নিজের জন্য একটা দৃঢ়দুর্গ গাঁথছে,
সেখানে ধূলিকণার মত রুপো
ও পথের কাদামাটির মত সোনা জমিয়ে রেখেছে।
দেখ, প্রভু সেই সবকিছু থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করতে যাচ্ছেন,
সমুদ্রে তার শক্তিতে আঘাত হানবেন,
আর সে আগুনে কবলিত হবে।
তা দেখে আস্কালোন ভীত হবে,
গাজাও তা দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে,
এক্রোনও সেইমত হবে, কারণ তার আশা মিলিয়ে যাবে;
গাজার রাজা নিশ্চিহ্ন হবে,
এবং আস্কালোন জনহীন হয়ে পড়বে।
আস্‌দোদ হবে জারজ বংশের বসতি,
এভাবে আমি ফিলিস্তীনিদের দর্প খর্ব করব।
আমি তার মুখ থেকে তার পানীয় রক্ত,
ও দাঁতের মধ্য থেকে তার যত ঘৃণ্য বস্তু ছিনিয়ে নেব;
কিন্তু তার অবশিষ্ট অংশও আমাদের পরমেশ্বরেরই হবে,
যুদার মধ্যে সে গোত্র হয়ে উঠবে,
এবং এক্রোন হবে যেবুসীয়দের সদৃশ।
আমি নিজে আমার বাড়ির প্রহরীরূপে দাঁড়াব
যাতায়াত করে যারা, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য;
কোন অত্যাচারী তার মধ্যে আর পা বাড়াবে না,
কারণ আমি নিজের চোখেই লক্ষ রাখছি।

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।
এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।
তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন,
একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
তিনি এফ্রাইম থেকে যত রথ,
ও যেরুসালেম থেকে যত রণ-অশ্ব বাতিল করে দেবেন,
রণ-ধনুকও বাতিল করা হবে;
তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি!'
তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।
আর তোমার বিষয়ে আমি বলছি:
তোমার সন্ধির রক্তের খাতিরে
আমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করব।
হে আশায় ভরা বন্দিসকল, দৃঢ়দুর্গে ফিরে এসো,
আজই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:
আমি তোমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেব;
কারণ আমি যুদাকে টেনে নিয়েছি আমার নিজের ধনুকরূপে,
এফ্রাইমকে ছিলায় লাগিয়েছি তীরেরই মত;
আমি তোমার সন্তানদের, হে সিয়োন,

তোমার সন্তানদেরই বিরুদ্ধে, হে যাবান, উত্তেজিত করেছি,
তোমাকে করেছি বীরের খড়্গের মত!
তখন প্রভু তাদের উপরে দেখা দেবেন,
তাঁর তীর বিদ্যুতের মত চারদিকে ছুটাছুটি করবে;
স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তুরি বাজাবেন,
দক্ষিণা ঝড়ো-বাতাসের মধ্যে এগিয়ে আসবেন।
সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের রক্ষা করবেন;
তারা সবই গ্রাস করবে,
ফিঙের পাথরগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেবে;
আঙুররসের মত রক্ত পান করবে,
ভরে উঠবে বড় পূর্ণ বাটির মত,
বেদির শৃঙ্গগুলোর মত।
সেইদিন তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের সকলকে
নিজের জনগণ রূপে মেষপালেরই মত বিজয়ভূষিত করবেন,
হ্যাঁ, তাঁর দেশের মাটির উপরে
মুকুটের রত্নামণির মতই হবে তাদের উজ্জ্বল উদ্ভাস!
আহা, কেমন মঙ্গল, কেমন শোভা!
গম যুবকদের, ও নতুন আঙুররস যুবতীদের সতেজ করে তুলবে।

তোমরা বসন্তকালেই প্রভুর কাছে বর্ষা যাচ্না কর;
প্রভুই তো মেঘপুঞ্জ গড়ে তোলেন।
তিনি প্রচুর বৃষ্টি মঞ্জুর করেন,
প্রত্যেকজনের জমিতে ঘাস দান করেন।
যেহেতু গৃহদেবতারা অসার কথা বলে,
মন্ত্রপাঠকেরা মায়া-দর্শন পায়,
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে,
অসার সান্ত্বনা দেয়,
সেজন্যই লোকেরা মেষপালের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,
পালক না থাকায় তারা দুঃখার্ত।

শ্লোক জাখা ৯:৯; যোহন ১২:১৪
℣ এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন, একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
℟ সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।
℣ যীশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে:
℟ সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীতের ধর্মপাল সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি তালপত্র, উপদেশ ৯

এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন: তিনি ধর্মময়, তিনি ত্রাণকর্তা

এসো, আমরাও বারবার খ্রীষ্টকে বলি: *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য, তিনি ইস্রায়েলের রাজা!* এসো, ক্রুশ থেকে ধ্বনিত সেই শেষ বাণী খেজুর পাতাই যেন তাঁর দিকে উত্তোলন করি। আনন্দের সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে, এসো, খেজুর পাতা দ্বারা নয়, আমাদের পারস্পরিক দয়াধর্ম দ্বারাই তাঁর গৌরবগান করি। এসো, তাঁর গমনের জন্য চাদরের মতই যেন আমাদের ইচ্ছা-অভিলাষ পেতে দিই, যেন আমাদের অন্তরে পদার্পণ করে তিনি আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত হন ও আমাদের নিজেতে সম্পূর্ণরূপেই রূপান্তরিত করে আমাদের অন্তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। এসো, সিয়োনকে নবীর এই বাণী ঘোষণা করি: *সিয়োন কন্যা, ভয় করো না। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন।*

যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করেন, তিনি তোমার মধ্যে সকলের পরিত্রাণ সাধন করার জন্যই আসছেন। যিনি *ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করতে* এসেছেন, তিনি কুপথ থেকে তাদের ডাকতে আসছেন। সুতরাং ভয় করো না। তোমার অন্তঃস্থলে ঈশ্বর আছেন, তুমি টলমল হবে না। যিনি স্বহস্তে তোমার প্রাচীর চিহ্নিত করলেন, হাত বাড়িয়ে তাঁকে বরণ কর। যিনি স্বহস্তে তোমার ভিত স্থাপন করলেন, তাঁকে বরণ কর। যিনি পাপ ব্যতীত আমাদের স্বরূপের সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে আপন করে ধারণ করলেন, তাঁকে বরণ কর। হে মাতৃনগরী সিয়োন, আনন্দ কর, ভয় করো না: *তোমার সমস্ত পর্বোৎসব পালন কর।* যিনি আমাদের কাছে আসছেন, তাঁর দয়ার জন্য তাঁকে গৌরবান্বিত কর। হে যেরুসালেম কন্যা, তুমিও মহা আনন্দ কর, গুণকীর্তন কর, মেতে ওঠ। এসো, ইসাইয়ার সঙ্গে

আমরাও চিৎকার করে বলে উঠি, *ওঠ, আলোমন্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো আসছে, তোমার উপর প্রভুর গৌরব উদিত হল।*

কোন্ আলো? সেই আলো, যে আলো সেই সমস্ত মানুষকে উদ্ভাসিত করে, যারা জগতে প্রবেশ করে। আমি বলছি, এমন আলো যা সনাতন, অনাদিকালীন সেই আলো যা কালের শেষ সীমায় আবির্ভূত হল, যে আলো মাংসে প্রকাশিত কিন্তু প্রকৃতির কাছে গুপ্ত, সেই আলো যা রাখালদের ঘিরে রাখল ও হল পন্ডিতদের পথ-দিশারী। সেই আলো যা আদিতে জগতে ছিল, যা দ্বারা জগৎ গড়ে উঠল, জগৎ কিন্তু যাকে চিনল না; সেই আলো যা আপনজনদের মাঝে এল, তার আপনজনেরা কিন্তু যাকে গ্রহণ করল না।

'প্রভুর গৌরব,' কিন্তু কোন্ গৌরব? অবশ্যই সেই ক্রুশ যার উপরে যিনি পিতার গৌরবের প্রভা, সেই খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হলেন, যেভাবে যন্ত্রণাভোগের প্রারম্ভে তিনি নিজে বলেছিলেন: *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, ও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন।* এ পদে তিনি নিজের ক্রুশোত্তোলনকে গৌরব বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই ক্রুশ হল খ্রীষ্টের গৌরব, ও মহিমায় তাঁর চরম উত্তোলন। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।*

শ্লোক সাম ১১৮:২৬,২৭,২৩
প্র যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;
উ প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।
প্র এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।
উ প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।

বুধবার

প্রথম পাঠ - জাখা ১০:৩–১১:৩

ইস্রায়েলের মুক্তি ও প্রত্যাগমন

আমার ক্রোধ পালকদের উপরেই প্রজ্বলিত,
আমি ছাগদের উপরেই বর্ষণ করব প্রতিফল,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর আপন পাল সেই যুদাকুলকে দেখতে আসবেন,
তিনি তাকে যেন নিজের রণ-অশ্বের মত করবেন।
যুদা থেকেই উদ্ভূত হবে সংযোগপ্রস্তর ও তাঁবুর গোঁজ,
তা থেকেই রণ-ধনু,
তা থেকে সমস্ত জননায়ক;
তারা মিলে হবে এমন বীরের মত,
যারা যুদ্ধে পথের কাদা মাড়ায়;
তারা যুদ্ধ করবে, কারণ প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন,
আর তখন যত অশ্বারোহী লজ্জিত হয়ে পড়বে।
আমি যুদাকুলকে পরাক্রমী করব,
যোসেফকুলকে বিজয়ভূষিত করব;
তাদের আমি ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি;
তারা এমন হবে, যেন আমি তাদের কখনও ত্যাগ করিনি,
কারণ আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আর আমি তাদের সাড়া দেব।
এফ্রাইম হবে বীরযোদ্ধার মত,
তাদের হৃদয় যেন আঙুররসে মত্ত হয়ে আনন্দিত হবে,
তা দেখে তার সন্তানেরা আনন্দে মেতে উঠবে,
তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
আমি শিস দিয়ে তাদের জড় করব,
কারণ তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলাম,
আর তারা যেমন বহুসংখ্যক ছিল, তেমনি বহুসংখ্যক হবে।
আমি জাতিসকলের মাঝে তাদের বিক্ষিপ্ত করব,
কিন্তু নানা দূর দেশে থাকলেও তারা আমাকে স্মরণ করবে,
তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরে ফিরে আসবে।
আমি মিশর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
আসিরিয়া থেকে তাদের সংগ্রহ করব;

আমি গিলেয়াদ দেশে ও লেবাননে তাদের চালনা করব,
আর সেই স্থানও তাদের পক্ষে কুলোবে না।
তারা মিশরীয় সাগর পেরিয়ে যাবে,
তিনি সাগর-মাঝে আঘাত হানবেন,
তখন নীল নদীর যত গভীর স্থান শুষ্ক হবে।
আসিরিয়ার গর্ব খর্ব হবে,
মিশরের রাজদণ্ড দূর করা হবে।
আমি তাদের সকলকে প্রভুতেই পরাক্রমী করব,
আর তারা তাঁর নামে এগিয়ে চলবে—প্রভুর উক্তি।
হে লেবানন, তোমার তোরণদ্বার খুলে দাও,
আগুন গ্রাস করুক তোমার যত এরসগাছ।
হে দেবদারুগাছ, হাহাকার কর, কারণ এরসগাছ ভূপাতিত,
তরুরাজ সকল এখন বিধ্বস্ত।
হে বাশানের ওক্ গাছ, তোমরা হাহাকার কর,
কারণ ভূমিসাৎ হল অগম্য বন।
মেষপালদের হাহাকারের সুর!
বিধ্বস্ত হল তাদের গৌরব!
যুবসিংহদের গর্জনধ্বনি,
বিধ্বস্ত হল যর্দনের শোভা!

শ্লোক জাখা ১০:৬,৭; ইসা ২৮:৫
প্র আমি তাদের পরাক্রমী করব, স্বদেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি: আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু:
উ তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
প্র সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;
উ তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি উপদেশ ২১:১-৪

ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে

ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে, প্রভুতে আশ্রয় নেবে; সরলহৃদয় সকল মানুষ উৎফুল্ল হবে। একথা আমরা কণ্ঠে শুধু নয়, হৃদয় দিয়েও গান করেছি। একথা খ্রীষ্টপন্থী বিবেক ও জিহ্বাও ঈশ্বরের প্রতি উচ্চারণ করেছে: *ধার্মিকজন* এসংসারে নয়, *প্রভুতেই আনন্দ করবে।* অন্যত্র তিনি বলেন, *ধার্মিকের জন্য এখন আলোর উদয়, সরলহৃদয়ের জন্য আনন্দের আবির্ভাব।* হয় তো তুমি জিজ্ঞাসা করছ, তেমন আনন্দ কোথা থেকে আসে; তাহলে এবাণী শোন: *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করুক,* এবং অন্যত্র লেখা আছে, *প্রভুতে আনন্দ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।*

আমাদের কী আদেশ দেওয়া হয়? আমাদের কী দান করা হয়? কী আজ্ঞা করা হয়? কী দেওয়া হয়? আমরা যেন প্রভুতে আনন্দ করি। কিন্তু কে তাতেই আনন্দ করবে, সে যা দেখতে পায় না? নাকি আমরা প্রভুকে দেখতে পাচ্ছি? তা তো কেবল প্রতিশ্রুতিরই বস্তু। এখন আমরা তো শুধু *বিশ্বাসে চলি, আর যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি।* বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়। তবে আমরা কবে প্রত্যক্ষ দর্শনেই চলব? তখনই দর্শনে চলব, যখন যোহনের এবাণী পূর্ণতা লাভ করবে: *প্রিয়তমেরা, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী যে হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেরূপে তিনি আছেন।* তবেই আমরা মহা ও নিখুঁত আনন্দ লাভ করব, তবেই পূর্ণ সুখ পাব, কারণ সেখানে আমরা শিশুর মত প্রত্যাশার দুধ আর চুষে খাব না, কিন্তু যা বাস্তব তা আমাদের পরিপুষ্ট করবে। তথাপি সেই বাস্তবতা আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত, আমরা নিজেরাই তেমন বাস্তবতার নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত, এসো, ততক্ষণ আমরা প্রভুতে আনন্দ করি। কেননা যে প্রত্যাশার পরে বাস্তবতা আসবে, সেই প্রত্যাশার আনন্দ তত সামান্য নয়।

তাহলে আমরা প্রত্যাশায় ভালবাসি; এজন্যই শাস্ত্র বলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করুক।* আর যেহেতু ধার্মিকজন এখনও প্রত্যক্ষ দর্শন পায়নি, সেজন্য শাস্ত্র বলে চলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে ভরসা রাখবে।*

তাই আমরা আত্মার প্রথমফসল পেয়ে গেছি, এমনকি, হয় তো কিছু বেশিও পেয়ে গেছি, কারণ যাঁকে ভালবাসি, তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে চলছি, এবং একদিন আমাদের যা ব্যগ্রতার সঙ্গে খাওয়া ও পান করার কথা, ইতিমধ্যেই একপ্রকারে তার একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি ও পূর্বাস্বাদন করছি।

তবু আমরা কেমন করে প্রভুতে আনন্দ করতে পারি, তিনি যখন আমাদের কাছ থেকে তত দূরে আছেন? কেমন কথা, তিনি তো দূরে নন! তুমিই তো এমনটি কর, তিনি যেন দূরে থাকেন। ভালবাস, তবেই তিনি কাছে আসবেন; ভালবাস, তবেই তিনি তোমার অন্তরে বাস করবেন। *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন; কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না।* তুমি কি দেখতে চাও, তাঁকে ভালবাসলে তিনি তোমার কত কাছে থাকবেন? *ঈশ্বর ভালবাসা।* তুমি কিন্তু সম্ভবত আমাকে জিজ্ঞাসা করবে:

ভালবাসা কী? ভালবাসা এমন কিছু যা দ্বারা আমরা প্রেম করি। কী প্রেম করি? আমরা এমন মঙ্গল প্রেম করি, যা অবর্ণনীয়, যা উপকারী মঙ্গল—যে মঙ্গল সমস্ত মঙ্গলের স্রষ্টা। তিনিই হোন তোমার প্রীতি, কারণ যা কিছু তোমার প্রীতির বস্তু, তা তাঁর কাছ থেকেই তুমি পেয়েছ। পাপের কথা আমি অবশ্য উল্লেখ করি না, কেননা পাপ সেই একমাত্র বস্তু যা তুমি তাঁর কাছ থেকে পাওনি। পাপ ছাড়া তোমার যা কিছু আছে, তা তুমি তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছ।

শ্লোক

℣ যা দেখতে পার না, তা মনশ্চক্ষুতে দর্শন করার আগে, তুমি যা দেখতে পাও, তাই বিশ্বাস কর।
℟ বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।
℣ সাধারণ পথে যদি বিশ্বাস তোমাকে প্রেরণা না দিয়ে থাকে, তাহলে মাতৃভূমিতেও তুমি প্রত্যক্ষ দর্শনলাভে ধন্য হবে না।
℟ বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - জাখা ১১:৪–১২:৮

দুই পালকের রূপক-কাহিনী

আমার পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি জবাইয়ের জন্য রাখা এই মেষপাল চরাও, ক্রেতারা অদণ্ডিত হয়ে যা বধ করে ও যার বিক্রেতারা প্রত্যেকে বলে, "ধন্য প্রভু, আমি ধনী হলাম;" এবং পালকেরা যার প্রতি দয়াটুকুও দেখায় না। আমিও দেশবাসীদের প্রতি দয়াটুকু দেখাব না—প্রভুর উক্তি। বরং দেখ, প্রতিটি মানুষকে যার যার প্রতিবেশীর কবলে ও তার রাজার কবলে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, কিন্তু আমি তাদের কবল থেকে কাউকে উদ্ধার করব না।'

তাই আমি মেষের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সেই বধ্য মেষপালকে চরাতে লাগলাম। আমি দু'টো পাচনি নিলাম: তার একটার নাম মাধুরী, অন্যটার নাম মিলন রাখলাম, আর আমি নিজেই সেই মেষপালকে চরালাম। এক মাসের মধ্যে আমি তিনজন পালককে বাদ দিলাম; কিন্তু মেষগুলির প্রতি আমি অধৈর্য হলাম, মেষগুলিও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তখন আমি বললাম, 'আমি তোমাদের আর চরাব না; যার মরার কথা সে মরুক, যার উচ্ছিন্ন হওয়ার, সে উচ্ছিন্ন হোক; আর বাকিগুলো একটা অপরটাকে গ্রাস করুক।' পরে আমি 'মাধুরী' পাচনি নিয়ে তা দু' টুকরো করলাম, এভাবে সর্বজাতির সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করলাম। যেদিন আমি তা ভেঙে ফেললাম, সেইদিন পালের ব্যবসায়ীরা—তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল— বুঝতে পারল যে, এ প্রভুরই বাণী।

পরে আমি তাদের বললাম: 'তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্।' তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল। কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, 'তা ঢালাইকারের কাছে ফেলে দাও; ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!' তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকারের জন্য, ফেলে দিলাম। পরে 'মিলন' সেই দ্বিতীয় পাচনি দু' টুকরো করলাম, এভাবে যুদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃসম্পর্ক ভেঙে দিলাম।

পরে প্রভু আমাকে বললেন, 'এবার তুমি নির্বোধ এক মেষপালকের জিনিসপত্র নাও; কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালকের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি, যে পথভ্রষ্ট মেষগুলির প্রতি চিন্তাটুকু করবে না, বিক্ষিপ্ত মেষগুলির খোঁজে বেড়াবে না, অসুস্থ মেষগুলিকে যত্ন করবে না, ক্ষুধার্ত মেষগুলিকে খেতে দেবে না; কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলির মাংস খাবে, এমনকি তাদের ক্ষুরও ছিঁড়বে।

ধিক্ সেই জ্ঞানহীন পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!
তার বাহু ও ডান চোখের উপরে খড়্গ পড়ুক!
তার বাহু সম্পূর্ণই নুলো হয়ে যাক,
তার ডান চোখ সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাক!'

দৈববাণী। ইস্রায়েলের বিষয়ে প্রভুর বাণী। যিনি আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন, যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তুললেন, সেই প্রভু একথা বলছেন: 'দেখ, আমি চারপাশের সকল জাতির পক্ষে যেরুসালেমকে এমন পানপাত্র করব যা মাথার টলন ঘটায়, এবং যেরুসালেমের অবরোধকালে যুদারও সঙ্কট হবে। সেইদিন আমি যেরুসালেমকে এমন পাথর করব যা জাগানো সর্বজাতির পক্ষে অধিক ভারী হবে; যত লোক তা জাগাতে চেষ্টা করবে, তারা সকলে ক্ষতবিক্ষত হবে; তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বজাতিকে জড় করা হবে। সেইদিন—প্রভুর উক্তি—আমি সমস্ত রণ-অশ্বকে স্তব্ধতায় ও সমস্ত অশ্বারোহীকে উন্মাদনে আহত করব; কিন্তু যুদাকুলের প্রতি আমার চোখ উন্মীলিত রাখব, সর্বদেশের রণ-অশ্বকে অন্ধতায় আহত করব। তখন যুদার নেতারা মনে মনে বলবে: "তাদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুতেই রয়েছে যেরুসালেমের অধিবাসীদের শক্তি!" সেইদিন আমি যুদার নেতাদের করব কাঠরাশির মধ্যে আগুনের আঙড়ার মত, আটির মধ্যে জ্বলন্ত মশালের মত; তারা ডান দিকে ও বাঁ দিকে চারদিকেরই সকল জাতিকে গ্রাস করবে। কেবল যেরুসালেমই তার নিজের জায়গায়—সেই যেরুসালেমেই—অক্ষুণ্ন থাকবে।

প্রভু সর্বপ্রথমে যুদার তাঁবুগুলি ত্রাণ করবেন, যেন দাউদকুলের কান্তি ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের কান্তি যুদার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পায়। সেইদিন প্রভু যেরুসালেম-অধিবাসীদের রক্ষা করবেন; আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, সে হবে দাউদেরই মত, এবং দাউদকুল হবে পরমেশ্বরেরই মত, প্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁরই মত!'

শ্লোক জাখা ১১:১২,১৩; মথি ২৬:১৫
℣ আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল:
℟ ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!
℣ যুদা বললেন, আপনারা কত দিতে ইচ্ছুক? আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। তাঁরা তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ওজন করে দিলেন।
℟ ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা ২য় অধ্যায়

উত্তম রাখালের কাছে প্রার্থনা

হে উত্তম রাখাল, তুমি যে নিজের কাঁধে সমস্ত মেষপাল বহন কর, কোথায় পাল চরাতে যাচ্ছ? কেননা সেই একমাত্র মেষ হল সেই সমস্ত মানবস্বরূপের প্রতীক যা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ। তোমার বিশ্রামস্থান আমাকে দেখাও, পুষ্টিকর ও উত্তম তৃণভূমির কাছে আমাকে চালিত কর, আমাকে নাম ধরেই ডাক, যাতে তোমার মেষশাবক যে আমি তোমার কণ্ঠ শুনে অনন্ত জীবন পেতে পারি: *আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল!* হ্যাঁ, আমি এভাবেই তোমাকে ডাকি, কারণ তোমার নাম সমস্ত নাম ও সমস্ত ধারণার উর্ধ্বে, ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের গোটা বিশ্বও তেমন নাম উচ্চারণ করতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, যে নামে তোমার মঙ্গলময়তা প্রকাশিত, তোমার সেই নাম হল তোমার প্রতি আমার প্রাণের ভালবাসার প্রতীক। বস্তুতই, আমি কেমন করে তোমাকে ভাল না বেসে পারব, যখন তুমি আমাকে এতই ভালবেসেছ? তুমি আমাকে এমনভাবেই ভালবেসেছ যে, তোমার চারণভূমির মেষপালের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছ। এ ভালবাসার চেয়ে বড় ভালবাসা সত্যিই কল্পনার অতীত। তুমি নিজের প্রাণের মূল্যেই আমার মুক্তি সাধন করেছ।

তাই আমাকে জানাও, তোমার আবাস কোথায়, আমি যেন এ পরিত্রাণদায়ী স্থানের খোঁজ পেয়ে স্বর্গীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত হতে পারি; কেননা সেই খাদ্য যে খায় না, সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। এমনটি কর, আমি যেন ঠাণ্ডা জলের উৎসের ধারে ছুটে চলি, ও সেই ধারায় সেই স্বর্গীয় পানীয় পান করতে পারি যা তুমি পিপাসিতদের পান করাও। আমাকে এমনটি দাও, আমি যেন—বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ তোমার বুকের উৎস থেকেই যেন—সেই জল পান করতে পারি। এই জল যে পান করে, তার পক্ষে এই জল এমন এক জলের উৎস হবে যা প্রবাহিত হবে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে।

তুমি আমাকে এই চারণভূমিতে যেতে দিলে, তবে মধ্যাহ্নে আমাকে অবশ্যই বিশ্রাম করতে দেবে—তখন শান্তিতে নিদ্রাগত হয়ে আমি ছায়াবিহীন আলোতে বিশ্রাম করব। হ্যাঁ, যখন সূর্য মাঝপথেই পেরিয়ে আসে, তখন কোথাও ছায়ার লেশমাত্র থাকে না। যাদের তুমি খাদ্য দান করেছ, সেই দিনেই তুমি মধ্যাহ্নে তাদের বিশ্রাম করাবে যখন তোমার সন্তানদের নিজের সঙ্গে নিজের কক্ষে গ্রহণ করবে। কিন্তু তেমন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কেউই যোগ্য বলে গণ্য নয়, যদি না সে আলোর সন্তান ও দিনেরও সন্তান।

সান্ধ্য ও প্রাতঃ অন্ধকার থেকে, তথা অনিষ্টের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে দূরে রেখেছে, ধর্মময়তার সূর্য দ্বারা তাকেই আধ্যাত্মিক মধ্যাহ্নে রাখা হয়, যাতে সেই মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করতে পারে।

তাই তুমি আমাকে শেখাও আমি কেমন করে বিশ্রাম করব ও চারণ করব; সেই মধ্যাহ্নের পথও আমাকে শেখাও, যাতে এমনটি না ঘটে যে, সত্য না জানাতে আমি তোমার হাতের চালনা থেকে সরে গিয়ে অন্য পালে যোগ দিই।

ঈশ্বর থেকে পাওয়া সৌন্দর্য বিষয়ে তৎপর হয়ে ও কেমন করে তার আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে এমন বিষয় বুঝতে আকাঙ্ক্ষী হয়ে পরম গীতের সেই কনেই এ সমস্ত কথা উচ্চারণ করে।

শ্লোক সাম ২৭:৪,১৩; ফিলি ১:২১
℣ প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচ্না—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।
℟ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।
℣ আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।
℟ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - জাখা ১২:৯-১২ক; ১৩:১-৯

যেরুসালেমের পরিত্রাণ

প্রভু একথা বলছেন, 'যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যত দেশ আসবে, সেইদিন আমি তাদের সকলকে বিনাশ করতে সচেষ্ট থাকব। কিন্তু আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব: তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। সেদিন যেরুসালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ, যেমন মেগিদ্দো-সমতল ভূমিতে হাদাদ্-রিম্মোনে মহাবিলাপ হয়েছিল। সমস্ত দেশ গোত্রে গোত্রে বিলাপ করবে।'

সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।

সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি দেশ থেকে দেবমূর্তির যত নাম উচ্ছেদ করব, তাদের কথা আর কারও স্মরণে থাকবে না; নবীদের ও তাদের অশুচিতাজনক আত্মাকেও আমি দেশ থেকে দূর করে দেব। যদি কেউ দুঃসাহস

দেখিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তবে তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বলবে: 'তুমি বাঁচবে না, কারণ তুমি প্রভুর নাম করে মিথ্যাই বলছ;' এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতেই তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বিঁধিয়ে দেবে। সেইদিন এমনটি ঘটবে যে, নবীরা প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ করবে, প্রবঞ্চনা করার অভিপ্রায়ে তারা তাদের সেই লোমের আলোয়ানও আর পরবে না। কিন্তু তারা প্রত্যেকে বলবে: 'আমি নবী নই, আমি চাষী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল চাষবাদ করে আসছি।' আর যদি কেউ তাকে বলে, 'তবে তোমার দু'হাতে ওই সব কাটাকাটির দাগ কী?' তাহলে সে উত্তরে বলবে, 'আমার সেই প্রেমিকদের গৃহে থাকাকালে এই সমস্ত আঘাত পেয়েছি।'

হে খড়্গা, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে,
আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ;
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
পালককে আঘাত কর, পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়ুক,
তখন আমি ছোটদের বিরুদ্ধে হাত ফেরাব।
সমগ্র দেশ জুড়ে এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
তিন ভাগের দু'ভাগ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে মারা পড়বে;
আর তৃতীয় ভাগ লোক অবশিষ্ট থাকবে।
আমি সেই তৃতীয় অংশকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাব,
যেমন রুপো শোধন করা হয়, তেমনি তাদের শোধন করব,
যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি তাদের যাচাই করব।
সে আমার নাম করবে আর আমি তাকে সাড়া দেব;
আমি তাকে বলব: 'এ আমার আপন জনগণ;'
আর সে বলবে, 'প্রভুই আমার আপন পরমেশ্বর।'

শ্লোক মথি ২৬:৩১; জাখা ১৩:৭
℟ এই রাত্রে আমার কারণে তোমাদের সকলের স্খলন হবে, কেননা লেখা আছে:
℣ আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।
℟ হে খড়্গা, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে, আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ—প্রভুর উক্তি।
℣ আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন ইউডিস-লিখিত 'যীশুর রাজ্য' ৩য় খণ্ড ৪

খ্রীষ্ট-রহস্য ও মণ্ডলীর জীবন

যীশুর নানা অবস্থা ও রহস্যগুলিকে আমাদের নিজেদের অন্তরে বিস্তারিত করা ও পরিশেষে সেগুলির বাকি অংশ পূরণও করা আমাদের কর্তব্য। উপরন্তু আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, তিনিই যেন আমাদের অন্তরে ও গোটা মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলির সিদ্ধি ঘটান।

কেননা যীশুর রহস্যগুলি পূর্ণ সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা এখনও লাভ করেনি। যীশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে সেগুলি সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বটে; তথাপি তাঁর অঙ্গ এই আমাদের মধ্যে, ও তাঁর রহস্যময় দেহ তাঁর সেই মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলি এখনও সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ নয়। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের অন্তরে ও তাঁর গোটা মণ্ডলীর মধ্যে নিজের দেহধারণ, জন্ম, বাল্যকাল ও গুপ্ত জীবন সংক্রান্ত রহস্যের একপ্রকার সহভাগিতা, এমনকি একপ্রকার পরিব্যাপ্তি ও ধারাবাহিকতা ইচ্ছা করেন। তিনি নানা ভাবেই তা সাধন করেন, তথা দীক্ষাস্নান ও পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ পুণ্য সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে উপস্থিত হন; আবার, তিনি এমন আত্মিক ও আন্তর জীবন আমাদের যাপন করান যা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত।

তিনি তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্য আমাদের অন্তরে সিদ্ধ করতে অভিপ্রায় করছেন। সেই সিদ্ধি ঘটানোর জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করি, মৃত্যুবরণ করি ও পুনরুত্থান করি। স্বর্গে তাঁর যে গৌরবময় ও অমর অবস্থা, তিনি আমাদের তাঁর সেই অবস্থার সহভাগী করতে ইচ্ছা করেন। তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মধ্যে তেমন গৌরবময় ও অমর জীবন যাপন করি। তিনি এ সমস্ত সাধন করবেন, যখন আমরা স্বর্গে তাঁর কাছে পৌছব। একই প্রকারে তিনি তাঁর অন্য সকল অবস্থা ও রহস্য আমাদের অন্তরে ও মণ্ডলীর মধ্যে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

তা তিনি তারই মধ্য দিয়ে সাধন করেন, যার সঙ্গে আমাদের সহভাগী ও অংশীদার করেন। সাধু পল বলেন, খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে বেড়ে ওঠেন ও নিজের পরিপক্বতা লাভ করেন; এও বলেন যে, বৃদ্ধিলাভের এ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও সহযোগিতা রয়েছে। সিদ্ধপুরুষ গঠনে ও খ্রীষ্টকে পূর্ণ পরিপক্বতায় আনয়নে আমরা সত্যিকারে সহযোগী। তবে এই অর্থ অনুসারে আমরা প্রেরিতদূতের সেই বাণী উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তিনি যখন বলেন, যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, তিনি তাঁর নিজের দেহে তা পূরণ করতে ইচ্ছা করেন। আর যেমন পুণ্যজনদের সিদ্ধি ঈশ্বরের নিরূপিত কালের সমাপ্তিতে ছাড়া অন্য কালে শীর্ষস্থানে পৌছে না, তেমনি জগৎ শেষে ছাড়া যীশুর রহস্যগুলি প্রত্যেক ভক্তজনের মধ্যে

ও মণ্ডলীর মধ্যে নিজ ত্রাণকর্মের চরম ও শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছবে না। কেবল বিশ্ববিচারের দিনেই আধ্যাত্মিক দেহ নিজ সিদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯
℟ আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,
℣ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।
℟ আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি।
℣ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

শনিবার

প্রথম পাঠ - জাখা ১৪:১-২১

যেরুসালেমের ক্লেশ ও তার চরমকালীন গৌরব

দেখ, প্রভুর দিন আসছে; তখন তোমারই মধ্যে, হে যেরুসালেম, তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে ভাগ ভাগ করা হবে। কেননা আমি যুদ্ধের জন্য সকল দেশকে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে জড় করব; তখন নগরীর পতন হবে, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠিত হবে, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার চালানো হবে, নগরীর অর্ধেক লোক নির্বাসনের দিকে রওনা হবে, কিন্তু জনগণের অবশিষ্ট অংশ নগরী থেকে বিচ্যুত হবে না। তখন স্বয়ং প্রভু বেরিয়ে পড়বেন ও সংগ্রামের সেই দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ওই দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। সেইদিন তাঁর পা দু'টো জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যেরুসালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে; আর জৈতুন পর্বত পুবদিকে ও পশ্চিমদিকে দু'ভাগে ফেটে গিয়ে গভীরতম এক উপত্যকা হয়ে যাবে; পর্বতের অর্ধেক উত্তরদিকে ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। পর্বতগুলির মধ্যে যে উপত্যকা, তা ভরাট করা হবে; হ্যাঁ, পর্বতগুলির মধ্যে সেই উপত্যকা আৎসাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যাবে; যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে ভূমিকম্পের ফলে তা যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল, ঠিক সেইভাবে এবারও অবরুদ্ধ হবে। তখন আমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। সেইদিন আলো হবে না, শীত ও বরফও হবে না: তা অখণ্ড একটা দিন হবে, প্রভুই তার কথা জানেন; তাতে দিনও থাকবে না, রাতও থাকবে না; সন্ধ্যাবেলায়ও আলোর উদ্ভাস থাকবে। সেইদিন এমনটি হবে যে, যেরুসালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে তার অর্ধেক পুব-সাগরের দিকে ও অর্ধেক পশ্চিম-সাগরের দিকে বইবে—গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, সবসময়েই বইবে। তখন প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা; সেইদিন প্রভু অনন্য হবেন এবং তাঁর নামও অনন্য হবে।

গেবা থেকে নেগেব-রিম্মোন পর্যন্ত সমস্ত দেশ সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু যেরুসালেম তার নিজের জায়গায় উচ্চ হয়ে দাঁড়াবে; এবং বেঞ্জামিন-দ্বার থেকে প্রথমদ্বারের জায়গা পর্যন্ত অর্থাৎ কোণ-দ্বার পর্যন্ত, এবং হানানেয়েল-মিনার থেকে রাজার আঙুর-পেষাইযন্ত্র পর্যন্ত তা মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ হবে। তারা সেখানে বসতি করবে: বিনাশ-মানত আর হবে না, কিন্তু যেরুসালেম হবে নিরাপদ বাসস্থান।

আর যে সকল দেশ যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, প্রভু এই মারাত্মক আঘাতে তাদের আহত করবেন: তারা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পায়ের মাংস পচে যাবে, কোটরে চোখ দু'টো পচে যাবে, মুখে জিহ্বা পচে যাবে। সেইদিন তাদের মধ্যে প্রভু দ্বারা ঘটিত এক মহাকোলাহল বাধবে; তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীর হাত ধরবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়বে। যুদাও যেরুসালেমে যুদ্ধ করবে, এবং চারপাশের সমস্ত দেশের ধন—প্রচুর সোনা, রুপো, বসন—সবই সেখানে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। এবং সেই সকল শিবিরের যত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা ইত্যাদি সকল পশুও তেমন মারাত্মক আঘাতে আহত হবে।

এই সমস্ত কিছুর পর, যে সকল দেশ যেরুসালেম আক্রমণ করল, সেগুলোর মধ্যে যারা রক্ষা পাবে, তারা বছরে বছরে সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে। আর পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী যদি সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করতে যেরুসালেমে না আসে, তাদের জন্য বৃষ্টি হবে না। মিশরের গোষ্ঠী যদি না আসে বা হাজির হতে সম্মত না হয়, তবে তার উপরে সেই একই মারাত্মক আঘাত নেমে পড়বে যা প্রভু সেই সকল দেশের উপরে হানবেন, যেগুলো পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসেনি। মিশরের উপরে ও যে সকল দেশ পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে না, সেগুলোর উপর তেমন শাস্তিই নেমে পড়বে।

সেইদিন ঘোড়াদের ঘণ্টীতেও একথা লেখা থাকবে: 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'; এবং প্রভুর মন্দিরে সমস্ত হাঁড়ি হবে সেই পাত্রগুলির মত যা যজ্ঞবেদির সামনে রাখা। এমনকি, যেরুসালেম ও যুদার সমস্ত হাঁড়িই সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা বলি উৎসর্গ করতে চাইবে, তারা সকলে এসে পশুর মাংস রান্না করতে সেই সমস্ত হাঁড়ি ব্যবহার করবে। সেইদিন সেনাবাহিনীর প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

শ্লোক জাখা ১৩:১; যোহন ১৯:৩৪
℟ দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে,
℣ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।
℟ সৈন্যদের একজন যীশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, আর তখনই নির্গত হল রক্ত আর জল:
℣ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।

তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব

যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষে তথা অনন্ত জীবনেই বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটবে, ঠিক যেমন বিশ্বাসোক্তির শেষ কথাও হল 'অনন্ত জীবন। আমেন।'

অনন্ত জীবনে যা প্রথম ঘটবে, তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন। কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত শ্রমের পুরস্কার ও উদ্দেশ্য: *আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে।* আর তেমন মিলন নিখুঁত দর্শনেই সিদ্ধিলাভ করে: *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।*

উপরন্তু অনন্ত জীবন হবে সর্বোত্তম প্রশংসাগান, যেমনটি নবী বলেন, *তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ, থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।* আরও, অনন্ত জীবন হল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি, কেননা স্বর্গে প্রত্যেকটি পুণ্যজন এমন সবকিছু পাবেন যা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার অতীত। এর কারণ হল এ যে, এজীবনে এমন কেউই নেই যে নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পেতে পারে, অন্য দিকে এমন কিছুও নেই যা মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি দিতে পারে; কেননা কেবল ঈশ্বরই তৃপ্তি দিতে পারেন, এমন কি তাঁর তৃপ্তি দানের মাত্রা সীমাহীন: এজন্যই মানুষ ঈশ্বরেই ছাড়া অন্যত্র বিশ্রাম পায় না, যেমনটি আগস্তিন বলেন, 'প্রভু, তুমি তোমার উদ্দেশেই আমাদের গড়েছ, আর যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়, ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির।'

আর যেহেতু মাতৃভূমিতে পুণ্যজনেরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপেই পাবেন, সেজন্য একথা স্পষ্ট যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাও তৃপ্তি পাবে, তাঁদের গৌরবও প্রত্যাশার অতীত হবে। এজন্য প্রভু বলেন, *তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর*; আর আগস্তিন বলে চলেন, 'সমস্ত আনন্দ আনন্দিতদের মধ্যে প্রবেশ করবে না, কিন্তু সকল আনন্দিতেরা আনন্দে প্রবেশ করবে।' *তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব।* আরও লেখা আছে, *তিনি সমস্ত মঙ্গলদানে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।*

যা কিছু প্রীতিকর, সেখানে তা অতিমাত্রার অতীতেই উপস্থিত। তবে সুখ ইচ্ছা করলে, সেখানে থাকবে সর্বোত্তম ও সিদ্ধ সুখ, কারণ তেমন সুখ সর্বোত্তম মঙ্গল তথা ঈশ্বর সংক্রান্ত সুখ: *তোমার ডান পাশে চিরন্তন সুখ।*

পরিশেষে, অনন্ত জীবন সকল পুণ্যজনের আনন্দময় সাহচর্যেই প্রকাশিত। তেমন সাহচর্য অতিশয় আনন্দময় হবে, কারণ প্রত্যেক পুণ্যজন সকল পুণ্যজনের সঙ্গে সকল মঙ্গলদানের অধিকারী হবেন। কেননা প্রত্যেক পুণ্যজন অপরজনকে নিজেরই মত ভালবাসবেন, ফলত নিজের মঙ্গল নিয়ে তিনি যেভাবে আনন্দিত, অপরের মঙ্গল নিয়েও সেভাবে আনন্দিত হবেন। এভাবে এমনটি হবে যে, সকলেরই আনন্দ যতখানি মহৎ, একজনের সুখ ও আনন্দ ততখানি বৃদ্ধি পাবে।

শ্লোক সাম ১৭:১৫; ১ করি ১৩:১২

প্র প্রভু, ধর্মময়তা গুণে আমি পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন;
উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।
প্র এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।
উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

২০শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - উপ ১:১-১৮

অসারের অসার! সবই অসার!

দাউদের সন্তান যেরুসালেম-রাজ সেই উপদেশকের বাণী।

উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার! সূর্যের নিচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কী লাভ? এক প্রজন্ম যায়, আর এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের দিকে দৌড়ে, যেখান থেকে আবার ওঠে। বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে আসে; তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। যত জলস্রোত সমুদ্রের দিকে যায়, অথচ সমুদ্র কখনও ভরে না; গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও জলস্রোত সেদিকে বইতে থাকে। সবকিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার সাধ্য কারও নেই। চোখের পক্ষে দৃশ্য কখনও যথেষ্ট হয় না, কানের পক্ষেও শোনা কখনও যথেষ্ট হয় না।

যা একবার হয়েছে, তা আবার হবে;
মানুষ যা একবার করেছে, তা আবার করবে;
সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নেই।

এমন কিছু আছে কি, যা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে: দেখ, এ নূতন? ঠিক তা-ই আগে, আমাদের আগেকার যুগগুলির সেই সময়েও ছিল। প্রাচীন যুগগুলির কোন স্মৃতি আর থাকল না, আগামী যুগগুলিরও তেমনি হবে—এগুলিরও কোন স্মৃতি এগুলির যত ভাবী যুগের কাছে থাকবে না।

আমি, উপদেশক, যেরুসালেমে ইস্রায়েলের রাজা ছিলাম। আমি মনে স্থির করেছি, আকাশের নিচে যা কিছু ঘটে, সেই সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তলিয়ে দেখব, সবই অনুসন্ধান করব। আহা, মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঈশ্বর কেমন কষ্টকর কর্ম

তার উপরে চাপিয়েছেন! সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, আমি তা সবই দেখেছি; দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না;
আর যা নেই, তা গোনা যায় না।

আমি ভাবলাম, পরে মনে মনে বললাম, দেখ, আমার আগে যাঁরা যেরুসালেমে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি প্রজ্ঞা অর্জন করেছি; আমার হৃদয় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছে। তখন মনে স্থির করলাম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যার গভীর পরিচয় অর্জন করব, মূর্খতা ও উন্মাদনারও পরিচয় অর্জন করব; আর এখন আমি লক্ষ করলাম, এও বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয়;
যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

শ্লোক উপ ৫:১৪; ১:১৪; ১ তি ৬:৭

℟ মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; সঙ্গে করে কিছুই নিতে পারে না:

℣ সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

℟ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না।

℣ সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু মাক্সিম-লিখিত 'ভালবাসা প্রসঙ্গ' ১ম শতক ১:৪-৫,১৬-১৭,২৩-২৪,২৬-২৮,৩০-৪০

বিনা ভালবাসায় সবই অসারের অসার

ভালবাসা এমন উত্তম মনোভাব, যা ঈশ্বরজ্ঞানের আগে কিছু স্থান দেয় না। কিন্তু যার অন্তর পার্থিব কোন বিষয়ে আবদ্ধ, সে তেমন ভালবাসার অভ্যাস অর্জন করতে পারে না।

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে যে কোন সৃষ্টবস্তুর আগে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঐশপ্রজ্ঞাকে স্থান দেয়, ও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত থাকে।

যা কিছু আছে, তা ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত ও ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই সৃষ্ট; এবং স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করলেন, সেই সমস্ত কিছুর চেয়ে তিনি নিজেই সুন্দরতম। অতুলনীয় ঈশ্বরকে ত্যাগ করে যে নিম্নতর বস্তুর প্রতি আকর্ষিত, সে দেখায় যে, স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করেছেন, সেগুলোর তুলনায় সে ঈশ্বরকে নিম্নতর পর্যায়ে নমিত করে।

প্রভু একথা বলেন, *যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* সুতরাং, প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে না, সে আজ্ঞাটা পালন করে না। কিন্তু আজ্ঞা যে পালন করে না, সে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে পারে না।

ধন্য সেই মানুষ, যে সকল মানুষকে সমান ভালবাসায় ভালবাসতে পারে। ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে অবশ্যই প্রতিবেশীকেও ভালবাসে; ও তেমন মনোভাব যার আছে, সে কেবল নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে না, বরং অভাবগ্রস্ত সকলের কাছে ঐশমনোভাব নিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেয়।

ঈশ্বরের অনুকরণে সৎজন কি দুর্জনের কাছে কিংবা ধার্মিক কি অধার্মিকের কাছে যে অর্থদান করে, সে দৈহিক কোন পার্থক্য মানে না, কিন্তু ন্যায্য প্রয়োজন অনুসারে সকলের কাছে সমানভাবেই অর্থদান করে—যদিও সরল অন্তরে সে দুর্জনের আগে তাকেই প্রাধান্য দেয়, যে সৎকর্ম সাধনে উজ্জ্বল ও সচেষ্ট।

ভালবাসার মনোভাব কেবল অর্থদানেই প্রকাশ পায় এমন নয়; তার চেয়ে ঐশশিক্ষা দানে ও দৈহিক দয়াধর্মেই ভালবাসা ব্যক্ত। সংসারের ডাকের প্রতি বধির হয়ে যে সরল অন্তরে ও অকপট ভালবাসায় দয়াধর্মে প্রবৃত্ত থাকে, সে সমস্ত কুচিন্তা ও রিপু থেকে মুক্ত হয়ে ঐশ্বরিক ভালবাসা ও জ্ঞানের অংশীদার হয়ে ওঠে।

যার অন্তরে ঐশভালবাসা স্বভাবতই উপস্থিত, প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণে সে কখনও ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না; এমনকি, মনে মনে কারও অমঙ্গল না ভেবে সে সমস্ত পরিশ্রম, দুর্নাম ও অপমান দৃঢ় মনেই সহ্য করে। ধন্য যেরেমিয়া একথা বলেন: *তোমরা বলো না, আমরা প্রভুর মন্দির*; তোমরা এ কথাও বলো না: 'আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আমাদের যে বিশ্বাস, কেবল ও শুধুমাত্র সেই বিশ্বাস-ই আমার পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম।' কেননা তা হতে পারে না, যদি না সৎকর্মের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টপ্রেমও দেখাতে পার। বস্তুত বিশ্বাস যখন একক, তখন তার বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে: *অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে।*

বাস্তব ভালবাসা হল সরল অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখানো; এও বাস্তব ভালবাসা: সৃষ্টিকে সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করা।

শ্লোক যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:১০,৩

℟ আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।

℣ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।

℟ এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।

℣ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।

সোমবার

প্রথম পাঠ - উপ ২:১-৩,১২-২৬

ভোগবিলাসিতা ও মানবপ্রজ্ঞাও অসার

আমি ভাবলাম, 'আচ্ছা, আমি আমোদ পরীক্ষা করব; দেখতে চাই তার সুখভোগের ফল কি।' কিন্তু দেখ, তাও অসার! হাসির বিষয়ে আমি বললাম, 'মূর্খতা!' এবং আমোদের বিষয়ে বললাম, 'এতে কী লাভ?' আমার মন তখনও প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট থাকতেই আমি সঙ্কল্প নিলাম, উগ্র পানীয় পান করে শরীর খুশি করব, উন্মাদনা আলিঙ্গন করব, যতদিন না আবিষ্কার করতে পারি, আকাশের নিচে যত আদমসন্তান রয়েছে, তাদের নিরূপিত জীবনকালে তাদের পক্ষে কী কী করা ভাল।

পরে আমি প্রজ্ঞা, মূর্খতা ও উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে বসলাম; ভাবলাম, এই রাজার পরে যিনি রাজাসনে বসবেন, তিনি কী করবেন? আগে যা ঘটেছিল, তা-ই মাত্র! তখন আমি লক্ষ করলাম যে, যেমন অন্ধকারের চেয়ে আলোর উপকার বেশি, তেমনি উন্মাদনার চেয়ে প্রজ্ঞারও উপকার বেশি; হ্যাঁ,

প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে,
কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়;

তবু একথাও জানি যে, দু'জনের শেষ দশা এক। তখন আমি ভাবলাম, 'যেহেতু নির্বোধের যে দশা, তা আমারও দশা হবে, সেজন্য আমি যে বেশি প্রজ্ঞাবান হয়েছি, তাতে লাভ কী?' এই সিদ্ধান্তে এলাম: এও অসার! কেননা নির্বোধই হোক, প্রজ্ঞাবানই হোক, কারও স্মৃতি চিরস্থায়ী নয়, ভাবীকালে কারও মনে কিছুই থাকবে না। নির্বোধ ও প্রজ্ঞাবান, দু'জনেরই মৃত্যু হবে। তাই আমার চোখে জীবন ঘৃণার বিষয় হল, কেননা সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, সবই আমার বিতৃষ্ণা জন্মায়, যেহেতু সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

আমি সূর্যের নিচে যা কিছুর জন্য পরিশ্রম করলাম, সবই আমার ঘৃণার বিষয় হল, কারণ আমার পরে যে আমার পদে বসবে, তারই হাতে তা রেখে যেতে হবে। আর সে যে প্রজ্ঞাবান হবে বা নির্বোধ হবে, একথা কে জানে? অথচ আমি সূর্যের নিচে যত পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যা কিছু সাধন করলাম, তার ফল সে-ই ভোগ করবে—এও অসার!

তাই আমি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যে, সূর্যের নিচে যত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তার অন্তরে নিরাশ হলাম, কারণ যে মানুষ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে, তাকে তার সমস্ত বিষয়-সম্পদ এমন অন্যজনের হাতে রেখে যেতে হবে, যে তার জন্য একটুও পরিশ্রম করেনি। এও অসার, এও আদৌ ঠিক নয়! তবে তার সমস্ত পরিশ্রমে ও তার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগে মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? কেননা তার সমস্ত দিন ব্যথা ও কষ্টকর দুশ্চিন্তা দ্বারা চিহ্নিত; রাতেও তার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। এও অসার!

সুতরাং ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও নিজের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেই সুখভোগ করা, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই; এবং আমি লক্ষ করলাম, এও পরমেশ্বরের হাত থেকে আসে। কেননা কেইবা ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগ করতে পারে, যদি না এসব কিছু তাঁর হাত থেকে আসে? যে মানুষ তাঁর প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দন্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। কিন্তু এও অসার, এও বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

শ্লোক উপ ২:২৬; ১:১৪; ১ তি ৬:১০

℟ যে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দন্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।
℣ সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।
℟ অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় অনেকে বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।
℣ সবই অসার, সবই বাতাসকে ধরবার চেষ্টামাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি — উপদেশ ৫

প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে

পলের কথামত, আত্মা যদি নিজের মাথার প্রতি তথা খ্রীষ্টেরই প্রতি চোখ তোলে, তবে চোখের তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশক্তিলাভের ফলে সে নিজেকে ধন্য বলে গণ্য করতে পারবে, কেননা তার চোখ সেখানেই নিবদ্ধ থাকবে যেখানে অমঙ্গলের অন্ধকারের লেশমাত্র নেই। সেই মহাত্মা পলের চোখ, ও তাঁর মত আরও অনেক মহাত্মার চোখ কপালেই ছিল; আর তাদের সকলেরও কপালে চোখ থাকে যারা খ্রীষ্টে জীবনযাপন ও আচরণ করে।

কেননা আলোতে যে আছে, সে অন্ধকার দেখবে, এমনটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি খ্রীষ্টে যার চোখ, অসার কিছু তাকে আঘাত করতে পারে এমনটিও হতে পারে না। সুতরাং কপালেই যার চোখ—কপাল বলতে আমরা সবকিছুর আদিকারণ বোঝাই—তার চোখ সমস্ত সদ্‌গুণাবলিতেই নিবদ্ধ (খ্রীষ্টই কিন্তু পরমসিদ্ধ সদ্‌গুণ ও সবদিক দিয়ে পরিপক্ক): হ্যাঁ, সত্য, ধর্মময়তা, অক্ষয়শীলতা, সমস্ত মঙ্গলেই নিবদ্ধ তার চোখ। *প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে; কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়।* কেননা নিজ প্রদীপ দীপাধারে যে রাখে না, বরং খাটের নিচেই রাখে, সে এমনটি করে অন্ধকারেই থাকে।

যারা অন্ধকারের বিরোধী, যারা সর্বোচ্চ বিষয়ে তৃপ্তি পায়, যারা প্রকৃত ধ্যানের বস্তুতে রত থাকে, তারা অন্ধ ও অপদার্থ বলে গণ্য: ঠিক এই অর্থেই পল খ্রীষ্টের জন্য নিজেকে মূর্খ বলে গর্ব করতেন। কেননা আমরা যে সব বিষয়ে ব্যস্ত, তাঁর সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সেই সমস্ত কিছু অনুধাবন করত না। *খ্রীষ্টের জন্য আমরা তো মূর্খ*, একথা বলে তিনি ঠিক যেন বলতে

চাচ্ছিলেন, ‘এ অস্থায়ী জীবন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আমরা অন্ধ, কারণ ঊর্ধ্বলোকের বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও আমাদের চোখ কপালেই রয়েছে।’ ফলে গৃহ কি অন্নমেজ তাঁর ছিল না, ছিলেন নিঃস্ব, প্রবাসী, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

আর আসলে, তাঁকে শেকলাবদ্ধ, আঘাতগ্রস্ত ও অপমানিত দেখে কেই বা তাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত মনে করবে না? সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মত তিনি উত্তাল তরঙ্গে এস্থান ওস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিলেন—আর তেমন পরিবেশে তিনি শেকলাবদ্ধও ছিলেন। কিন্তু তবুও লোকদের ধারণায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও তথাপি তিনি খ্রীষ্ট থেকে দৃষ্টি কখনও ফিরিয়ে নেননি, বরং তাঁর চোখ নিত্যই কপালে রেখে তিনি বলছিলেন, *খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?* তার মানে, ‘আমার চোখ কপাল থেকে উৎখাত করে অসার বস্তুর দিকে আমাকে বাধ্য করবে, সে কে?’ তিনি আমাদেরও সেভাবে করতে আদেশ দেন; তাঁর বাণী: *ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব,* অর্থাৎ কিনা, চোখ কপালেই রাখ।

শ্লোক সাম ১২৩:২; যোহন ৮:১২

প্র দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে, তেমনি

উ আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

প্র আমিই জগতের আলো; যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

উ আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - উপ ৩:১-২২

সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে

সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে:

জন্মের কাল, মরণের কাল;
বীজ-বোনার কাল,
গাছ-উৎপাটনের কাল;
বধ করার কাল,
নিরাময় করার কাল;
ভাঙবার কাল, গাঁথবার কাল;
কাঁদবার কাল, হাসবার কাল;
বিলাপ করার কাল, নাচবার কাল;
পাথর ফেলার কাল, পাথর জড় করার কাল;
আলিঙ্গনের কাল, আলিঙ্গন-বিরতির কাল;
সন্ধানের কাল, হারাবার কাল;
বাঁচিয়ে রাখার কাল, ফেলে দেওয়ার কাল;
ছিঁড়ে ফেলার কাল, সেলাই করার কাল;
নীরব থাকার কাল, কথা বলার কাল;
প্রেম করার কাল, ঘৃণা করার কাল;
যুদ্ধের কাল, শান্তির কাল।

মানুষ যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? আদমসন্তানেরা যেন তাতে ব্যস্ত থাকে, পরমেশ্বর যে কাজ তাদের দিয়েছেন, তা আমি বিবেচনা করলাম। তিনি যা কিছু করেন, সেই সমস্ত কিছু নিজ নিজ সময়ের জন্যই উপযোগী; কিন্তু আদমসন্তানদের হৃদয়ে তিনি কালপ্রবাহের ধারণা রাখা সত্ত্বেও মানুষ পরমেশ্বরের সাধিত কাজের আদি বা অন্ত ধারণ করতে অক্ষম। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সারা জীবন ধরে আনন্দভোগ করা ও সৎকর্ম পালন করা ছাড়া তাদের আর মঙ্গল নেই। আর যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে, তখন এ পরমেশ্বরের দান।

আমি ভালই জানি যে, পরমেশ্বর যা কিছু করেন, তা চিরস্থায়ী;
তাতে যোগ দেবারও কিছু নেই,
বিয়োগ করারও কিছু নেই।
পরমেশ্বর এভাবে ব্যবহার করেন,
যেন মানুষ তাঁকে ভয় করে।
যা ঘটছে, তা আগেই ঘটে গেছে;
যা ঘটবে, তা ইতিমধ্যেই ঘটছে।
যা অতীত হয়েছে, পরমেশ্বর তার জবাবদিহি দাবি করেন।

আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম যে,
ন্যায্যতার স্থানে অন্যায্যতা রয়েছে,
ধর্মময়তার স্থানে অধর্ম রয়েছে।

আমি ভাবলাম, ধার্মিক ও দুর্জন, দু'জনকেই পরমেশ্বর বিচার করবেন, কারণ সমস্ত ব্যাপারের জন্য ও সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ এক কাল আছে। পরে আদমসন্তানদের বিষয়ে আমি মনে মনে বললাম, পরমেশ্বর তাদের যাচাই করে দেখাতে চান যে, তারা আসলে পশুমাত্র। বাস্তবিকই মানুষের দশা ও পশুর দশা এক; হ্যাঁ, এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; তাদের সকলের শ্বাস এক। পশুর চেয়ে মানুষ কোন প্রাধান্যের অধিকারী নয়, যেহেতু সবই অসার।

সকলেই একই স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু ধুলা থেকে বের হয়, সবকিছু ধুলায় ফিরে যায়। আদমসন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী এবং পশুদের আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী—একথা কে জানে? আমি লক্ষ করলাম, নিজের কর্মসাধনে আনন্দভোগ করা ছাড়া মানুষের আর মঙ্গল নেই, কারণ এটিই তার ভাগ্য। আসলে, তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্য কে তাকে চালিত করতে পারবে?

শ্লোক ১ করি ৭:২৯,৩১; উপ ৩:১
প্র সময় আর বেশি নেই; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, এখন থেকে তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।
প্র সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে;
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি উপদেশ ৬

জন্মের কাল ও মরণের কাল

উপদেশক বলেন, *জন্মের কাল, মরণের কাল।* আহা, আমারও যদি এমনটি হয়, যেন শুভ সময়ে জন্ম নিই, শুভ সময়ে মৃত্যুবরণ করি! কেননা আমরা তখনই একপ্রকারে নিজেদেরই জনক, যখন শুভ মনোভাব ও স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা নিজেদের গঠন করি, নিজেদের উদ্ভব ঘটাই, ও নিজেদের জন্মদান করি। তেমনটি আমরা তখনই সাধন করি, যখন ঈশ্বরকে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করে ঈশ্বরের সন্তান, সদ্‌গুণের সন্তান, ও পরাৎপরের সন্তান হয়ে উঠি। অপরদিকে আমরা তখনই অগঠিত ভ্রূণের মত জন্ম নিই ও ততক্ষণই অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকি, যতক্ষণ প্রেরিতদূতের বাণী মত আমাদের অন্তরে *খ্রীষ্টের রূপ* পূর্ণগঠিত না হয়। কেননা ঈশ্বরের মানুষের পক্ষে পূর্ণগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই।

মরণের কাল: পলের পক্ষে মরণের জন্য সমস্ত কালই শুভ ছিল; বাস্তবিকই নিজ লেখায় তিনি চিৎকার করে বলেন, *আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন;* আরও, *তোমার খাতিরেই আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন।* সত্যিই আমাদের নিজেদের মধ্যেই আমরা মৃত্যুদণ্ড বহন করি।

পল কীভাবে প্রতিদিন মরেন, একথা তত অস্পষ্ট নয়, কারণ তিনি পাপের জন্য জীবনযাপন করেন না, বরং সবসময় ইন্দ্রিয়দমন করেন, নিজের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে চলেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে নিত্যই ক্রুশবিদ্ধ হন। আবার তিনি নিজের জন্য কখনও জীবনযাপন করেন না, বরং নিজের অন্তরে জীবন্ত খ্রীষ্টকেই বহন করে চলেন। আমার মতে, এই সেই শুভ মৃত্যু, যা সত্যকার জীবন দান করল।

ঈশ্বর এজন্যই বলেন, *আমিই মৃত্যু ঘটাব ও জীবন দান করব,* যাতে মানুষ এ সত্যের বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, পাপের কাছে মরা ও আত্মার কাছে জীবিত থাকা ঈশ্বরেরই দান। কেননা ঐশবাণী এ অঙ্গীকার দেয় যে, ঈশ্বর যার মৃত্যু ঘটান, তাকে জীবন দান করবেন।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯; প্রত্যা ১:১৮
প্র আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি, আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি,
উ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।
প্র আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি,
উ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

বুধবার

প্রথম পাঠ - উপ ৫:৯–৬:৮

অর্থও অসার

অর্থ যে ভালবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;
বিলাসিতা যে ভালবাসে, তার অর্থলাভ হয় না।
এও অসার।
যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,
সেখানে পরজীবী বৃদ্ধি পায়;

তবে দৃষ্টিসুখ ছাড়া
সম্পদে মালিকের আর কী লাভ?
শ্রমিক বেশি বা কম আহার করুক,
তার নিদ্রা মধুর;
কিন্তু ধনীর অধিক প্রাচুর্য
তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

আমি সূর্যের নিচে আর এক বিরাট অনিষ্ট লক্ষ করেছি: মালিকের নিজের লোকসানেই রক্ষিত ধন! একটা দুর্ঘটনা, আর সেই ধন গেল; ছেলে জন্ম নিল, আর তার হাতে কিছু নেই। মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। এও বিরাট অনিষ্ট যে, সে যেমন আসে, আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর তার হাতে কী লাভ থাকল? তাছাড়া সে সম্ভবত অনেক দুঃখ, পীড়া ও ক্ষোভের মধ্যেই অন্ধকারে ও বিলাপে তার জীবনের সকল দিন কাটিয়েছে।

দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত এ: পরমেশ্বর মানুষকে যে ক'দিন বাঁচতে দেন, সেই সমস্ত দিন সে সূর্যের নিচে তার সেই পরিশ্রমের ফল ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ায় ও সুখভোগে ভোগ করুক; কারণ এ তার ভাগ্য। পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন।

আমি সূর্যের নিচে আর এক অনিষ্ট লক্ষ করেছি, তা মানুষের পক্ষে ভারী: পরমেশ্বর একজনকে এত ধনসম্পত্তি ও সম্মান দেন যে, আকাঙ্ক্ষিত যত বস্তুর মধ্যে তার জন্য কিছুই ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু পরমেশ্বর তা ভোগ করতে তাকে দেন না, আসলে অপর কেউ তা ভোগ করে; এ অসার ও অনিষ্টকর দুর্দশা। ধরা যাক: একজনের একশ'টি সন্তান আছে, বহু বছর বেঁচে দীর্ঘজীবীও হয়, কিন্তু সে যদি মঙ্গল ভোগ করতে না পারে, তার যদি সমাধিও না থাকে, তাহলে আমার কথা হল, তার চেয়ে বরং অকালজাত শিশুও আরামে আছে। হ্যাঁ,

সে বৃথাই আসে, অন্ধকারে চলে যায়,
আর তার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;

সে সূর্যও দেখতে পায়নি, সূর্যের কথা পর্যন্তও জানতে পারেনি; অথচ সেই প্রথমজনের চেয়ে এরই বিশ্রাম আরামদায়ক। কেননা দু'হাজার বছর বাঁচলেও সে কখনও মঙ্গল ভোগ করবে না। পরিশেষে সকলকে কি একই জায়গায় যেতে হবে না?

মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য,
অথচ তার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না।
নির্বোধের চেয়ে প্রজ্ঞাবানের লাভজনক কী আছে?
জীবিতদের সামনে সদাচরণ করতে জানে
এমন দীনহীনের কী লাভ?

শ্লোক প্রবচন ৩০:৮; সাম ৩১:১৫,১৬ দ্রঃ
℣ প্রভু, আমা থেকে ছলনা ও মিথ্যা দূরে রাখ;
℟ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।
℣ তোমাতেই ভরসা রাখি, প্রভু; তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল।
℟ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা

তোমরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর

পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন। উপদেশক একথা বলেন যে, যে কেউ অন্ধকারময় দুশ্চিন্তায়ই নিজ সম্পদ ব্যবহার করে ও দুর্বহ জীবনযাপনেই নশ্বর ধন সঞ্চয় করে, তার তুলনায় সে-ই শ্রেয়, যে তাই ভোগ করে যা তার সামনে রয়েছে। কেননা সামান্য হলেও তবু এক্ষেত্রে সুখ আছেই; কিন্তু অপর ক্ষেত্রে কেবল দুশ্চিন্তার রাশিই রয়েছে। মানুষ ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে পারে; এ যে ঈশ্বরের দান, উপদেশক এর যুক্তিও দেন, *কারণ মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না।*

ঈশ্বর অবশ্যই তার হৃদয়ে আনন্দ মঞ্জুর করেন: বর্তমান আনন্দ ও সুখের প্রতি আকর্ষিত হওয়ায় সে দুঃখে ক্লিষ্ট হবে না, দুশ্চিন্তায়ও অস্থির হবে না। কিন্তু তবুও প্রেরিতদূতের মন অনুসারে, ঈশ্বর যে আত্মিক খাদ্য ও আত্মিক পানীয় দান করেন, তা উপলব্ধি করা আরও ভাল। নিজের পরিশ্রমে মঙ্গল দেখাও ভাল, কারণ আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্যে

প্রকৃত মঙ্গল দর্শন করতে পারি। আর এই তো আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে আনন্দ পাই। এটি মঙ্গল বটে, তবু *আমাদের জীবন সেই খ্রীষ্ট যতদিন আবির্ভূত না হন*, ততদিন এ মঙ্গল অপূর্ণাঙ্গ।

তাই উপদেশকের ধারণায় তাকেই শ্রেয় বলে গণ্য করা যায়, যে মানুষ স্বর্গীয় শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে কেবল *নিজের ওষ্ঠের জন্যই পরিশ্রম করে, ও যার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না*, যেহেতু সে সবসময়ই শিখতে আকাঙ্ক্ষিত। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাহীনের চেয়ে প্রজ্ঞাবান-ই ধনবান, কারণ নিজেকে দীনহীন মনে ক'রে (সেই অর্থেই দীনহীন, যা অনুসারে সুসমাচারে তাকে সুখীই বলা হয়) অপকর্ম ক্ষেত্রেই সে দীনহীন, ও সেই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে তৎপর যা জীবন-সংক্রান্ত, সেই সরু ও সঙ্কীর্ণ পথে চলে যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, ও যিনি নিজেই জীবন, সেই খ্রীষ্ট কোথায়, তা জানে।

শ্লোক সিরা ২৩:৪-৬,১

প্র হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী, আমার চোখ যেন উদ্ধত না হয়, আমা থেকে হিংসা দূর করে দাও, লাম্পট্য ও কামাসক্তি যেন আমাকে না ধরে ফেলে;

উ আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

প্র প্রভু, তাদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না, তাদের কারণে আমাকে পড়তে দিয়ো না:

উ আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - উপ ৭:১-২৯

প্রয়োজনের চেয়ে অধিক জানা উচিত নয়

উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুনাম শ্রেয়,
জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন শ্রেয়।
উৎসবের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে
বিলাপের বাড়িতে যাওয়া শ্রেয়;
কারণ তা সমস্ত মানুষের শেষ পরিণাম;
জীবিত মানুষ একথা ধ্যান করুক।
হাসির চেয়ে শোক শ্রেয়,
বিষণ্ন মুখের অন্তরালে উৎফুল্ল হৃদয় থাকতে পারে।
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় থাকে বিলাপের ঘরে,
নির্বোধের হৃদয় উৎসবের ঘরে।
নির্বোধের গান শোনার চেয়ে
প্রজ্ঞাবানের ভর্ৎসনা শোনা শ্রেয়;
কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটা-পোড়ার শব্দ,
তেমনি নির্বোধের হাসি; কিন্তু এও অসার।
অত্যাচারিত হয়ে প্রজ্ঞাবান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
উপহার হৃদয়ের বিনাশ ঘটায়।
কাজের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি শ্রেয়;
দর্পের চেয়ে ধৈর্য শ্রেয়।

আত্মায় সহজে ক্ষুব্ধ হয়ো না, কারণ নির্বোধের বুক ক্ষোভের আশ্রয়। একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়।

পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;
যারা সূর্য দেখতে পায়
তাদের পক্ষে তা আরও উপযোগী।

কারণ প্রজ্ঞাও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এ,

যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,
প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে।
পরমেশ্বরের সৃষ্টিকাজ বিবেচনা করে দেখ:
তিনি যা বাঁকা করেছেন,
তা সোজা করার সাধ্য কার্?
সুখের দিনে সুখী হও,
এবং দুঃখের দিনে এবিষয় ধ্যান কর:
এটা সেটা দু'টোই পরমেশ্বর নিরূপণ করেছেন,

পরবর্তীকালে যা ঘটবার কথা,
তার কিছুই যেন মানুষ আবিষ্কার করতে না পারে।
আমার নিজের অসারতার দিনে
আমি সবই দেখেছি—
ধার্মিকের ধর্মময়তা সত্ত্বেও তার বিনাশ,
দুর্জনের অধর্ম সত্ত্বেও তার দীর্ঘায়ু।
অতিধার্মিক হয়ো না,
অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও?
অতি দুর্জন হয়ো না,
উন্মাদও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের অকাল মৃত্যু চাও?
তুমি এটা আঁকড়ে থাক,
সেটা থেকেও হাত ছেড়ে দিয়ো না, এ তো মঙ্গল,
কারণ পরমেশ্বরকে যে ভয় করে,
সে এইসব কিছুতে সফল হবে।

প্রজ্ঞাবানকে প্রজ্ঞা শক্তিশালী করে তোলে, শহরের দশজন শাসকের চেয়েও শক্তিশালী। পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না। আরও, যত জনশ্রুতি শোনা যেতে পারে, সবগুলোতে কান দিয়ো না, পাছে একথা শোন যে, তোমার দাস তোমার নিন্দা করেছে; হ্যাঁ, তোমার হৃদয় একথা ভালই জানে যে, তুমিও বারবার পরনিন্দা করেছ!

এসব কিছু প্রজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বললাম, 'প্রজ্ঞাবান হব!' কিন্তু প্রজ্ঞা আমার আয়ত্তের বাইরে!

যা ঘটেছে, তা আয়ত্তের বাইরে,
তা গভীর, গভীর;
কে তার নাগাল পেতে পারে?

আমি পুনরায় মনে স্থির করলাম, আমি প্রজ্ঞাকে ও সবকিছুর শেষ কারণকে জানতে, তলিয়ে দেখতে ও তার সন্ধান পেতে মনোনিবেশ করব; এও জানতে চেষ্টা করব যে, অপকর্ম নির্বুদ্ধিতামাত্র, ও উন্মাদনা মূর্খতামাত্র।

আমি দেখতে পাচ্ছি,
নারী মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত;
হ্যাঁ, নারী ফাঁদস্বরূপ,
তার হৃদয় জাল, তার বাহু বেড়ি।
যে মানুষ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন,
সে তা এড়াতে পারে,
কিন্তু পাপী তাতে জড়িয়ে পড়ে।
উপদেশক একথা বলছেন:
দেখ, শেষ কারণ পাবার জন্য
একটার পর একটা বিষয় তলিয়ে দেখে
আমি এইসব কিছু আবিষ্কার করেছি।
সন্ধান করতে করতেও যা এখনও পাইনি, তা এ:
সহস্রজনের মধ্যে যথার্থ মানুষকে পেয়েছি,
কিন্তু সকল নারীর মধ্যে যথার্থ একটা নারীকেও পাইনি।
দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত কেবল এ,
পরমেশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন,
কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যান-ধারণা সন্ধান করে।

শ্লোক প্রবচন ২০:৯; উপ ৭:২০; ১ যোহন ১:৮,৯ দ্রঃ
℣ কে বলতে পারে: আমি হৃদয় শুদ্ধ করেছি, আমার পাপ থেকে আমি পরিশুদ্ধ?
℟ পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।
℣ আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি। কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে সেই বিশ্বস্ত ঈশ্বর আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন।
℟ পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' বিশ্বাস প্রসঙ্গ ১:৩-৫

ঈশ্বরের অতল গভীরতা

ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন: তিনি সম্পূর্ণরূপে অসীম ও সর্বত্রই নিকটবর্তী, যেমনটি তিনি নিজে নিজের বিষয়ে বললেন, *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই।* সুতরাং আমরা যেন ঈশ্বরকে আমাদের কাছ থেকে দূরবর্তী বলে অনুসন্ধান না করি, কারণ যোগ্য হলে আমরা নিজেদের অন্তরেই তাঁকে উপস্থিত বলে পাই। কেননা আমরা তাঁর সুস্থ অঙ্গ হলে ও পাপের কাছে মৃত হলে, তবে আত্মা যেভাবে দেহের মধ্যে উপস্থিত, তেমনি তিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন। আর তখন তিনি সত্যিই আমাদের অন্তরে বাস করেন, কারণ তিনি বললেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।* আমরা যদি এমনই যোগ্য যাতে তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন, তাহলে আমাদের তিনি তাঁর নিজের অঙ্গেরই মত সত্যে সঞ্জীবিত করেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।*

তাই আমি বলছি, তাঁর এ অবর্ণনীয় ও বোধাতীত সত্তা অনুসারে কেইবা পরাৎপরের অনুসন্ধান করবে? কেইবা ঈশ্বরের অতলান্ত রহস্য তলিয়ে দেখবে? যিনি সমস্ত কিছুতেই পরিব্যাপ্ত ও সমস্ত কিছু ঘিরে থাকেন, সমস্ত কিছুতে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছুর অতীত, সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে ধরে রাখেন ও সমস্ত কিছুর আয়ত্তের বাইরে, তেমন অসীম ঈশ্বরকে জানে বলে কেইবা গর্ব করতে পারবে? তাই তিনি কী, তিনি কীভাবে আছেন, তিনি কে, এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুসন্ধান করার কারও দুঃসাহস যেন না থাকে। এ রহস্যগুলো অনির্বচনীয়, দুর্জ্ঞেয়, অনুসন্ধানের অতীত। তোমাকে এই বিশ্বাস করতে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গেই কিন্তু এ বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর যেভাবে ছিলেন, তিনি ঠিক সেইভাবে আছেন ও সেইভাবে থাকবেন, কারণ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়।

তবে ঈশ্বর কে? পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাই একেশ্বর। ঈশ্বর বিষয়ে এর চেয়ে জানতে যেয়ো না, কারণ যারা তাঁর রহস্যময় গভীরতা জানতে চায়, তাদের পক্ষে সৃষ্টির স্বরূপ আগে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ত্রিত্বজ্ঞান সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ উপদেশকের বাণী অনুসারে *কেইবা তেমন রহস্যময় গভীরতার সন্ধান পাবে?* কেননা সমুদ্রের গভীরতা যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অদৃশ্য, তেমনি ত্রিত্বের ঈশ্বরত্ব মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির পক্ষে বোধাতীত বলে প্রতীয়মান। এজন্য আমি বলছি, যে কেউ জানতে চায় তার কী বিশ্বাস করা দরকার, সে যেন মনে না করে যে, বিশ্বাস করার চেয়ে কথা বললেই সে বেশি বুঝবে; কারণ মানুষ ঐশপ্রজ্ঞা যতখানি তলিয়ে দেখতে চায়, ঐশপ্রজ্ঞা তার কাছ থেকে ততখানি দূরে যাবে।

তাই তর্কযুক্তি দ্বারা নয়, সদাচরণ দ্বারাই সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অন্বেষণ কর; কথা দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই তার অন্বেষণ কর, এমন বিশ্বাস যা হৃদয়ের সরলতা থেকেই উদ্গত—সেই বিশ্বাস দ্বারা নয়, যা ভক্তিহীন দক্ষতার মতবাদে পূর্ণ। অতএব, যিনি অবর্ণনীয়, তুমি তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁর সন্ধান করলে তিনি আগের চেয়ে *তোমা থেকে বহুদূরে সরে যাবেন;* কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই সন্ধান করলে তাহলে *প্রজ্ঞা নগরদ্বারে থাকবে,* সেইখানে তার আবাস: তুমি সেইখানে তাকে পাবে, যদিও আংশিকভাবেই মাত্র তাকে দেখতে পাবে; কারণ তাকে অদৃশ্য ও বোধাতীত বলে বিশ্বাস করলেও প্রজ্ঞা কিন্তু কেবল কিঞ্চিৎ মাত্রই উপলব্ধ। শুদ্ধহৃদয়দের কাছে যদিও ঈশ্বর আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর, তবু তিনি যেভাবে আছেন, তাঁকে সেইভাবে, অর্থাৎ অদৃশ্য বলেই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

শ্লোক সাম ৩৬:৬-৭; রো ১১:৩৩

প্র ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা, মেঘলোক-প্রসারিত বিশ্বস্ততা তোমার,

উ উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

প্র আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল!

উ উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - উপ ৮:৫–৯:১০

প্রজ্ঞাবানের সান্ত্বনা

আজ্ঞা যে মেনে চলে, তার অনিষ্ট হবে না;
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় কাল ও বিচার জানে।
আর আসলে সমস্ত ব্যাপারের জন্য
কাল ও বিচার আছে,
কিন্তু মানুষের মাথায় ভারী দুর্দশা রয়েছে।
কেননা কী ঘটবে, তা সে জানে না;
তা কেমন ঘটবে, একথাও কেউ তাকে বলতে পারে না।
বাতাসের উপরে কোন মানুষের এমন কর্তৃত্ব নেই যে,
সে বাতাস ধরে রাখতে পারবে;
নিজের মৃত্যু-দিনের উপরেও কারও কর্তৃত্ব নেই:

লড়াই এড়ানো সম্ভব নয়,
দুষ্কর্মও দুর্জনকে নিষ্কৃতি দেয় না।

সূর্যের নিচে যত কর্ম সাধিত হয়, আমি এবিষয় ধ্যান করতে করতে, একই সময়ে মানুষ নিজেরই সর্বনাশের জন্য অন্য মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে করতে, আমি এসব কিছু লক্ষ করলাম।

আবার, আমি দেখলাম, দুর্জনদের সমাধি দেওয়ার পর লোকে সেই পবিত্র স্থান ছেড়ে শহরে ফিরে আসামাত্র দুর্জনদের দুর্ব্যবহার ভুলে যায়; এও অসার।

অপকর্মের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না বিধায় আদমসন্তানদের হৃদয় অপকর্ম সাধনের ইচ্ছায় ভরা। কেননা শতবার অপকর্ম করলেও পাপী দীর্ঘজীবী। কিন্তু তবুও আমি একথা নিশ্চিত হয়ে জানি যে, যারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাদের মঙ্গল হবে, ঠিক এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরভীরু; কিন্তু দুর্জনের মঙ্গল হবে না, তার আয়ু ছায়ার মত প্রসারিত হবে না, কারণ সে ঈশ্বরভীরু নয়।

পৃথিবীতে এই মায়ার লীলাও প্রকাশ পায়: এমন ধার্মিকজনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্জনেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল; আবার এমন দুর্জনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধার্মিকেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল। আমি বলছি, এও অসার। এজন্যই আমি আমোদপ্রমোদে সায় দিই, কারণ ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদপ্রমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর সুখ নেই; পরমেশ্বর সূর্যের নিচে মানুষকে যে আয়ু মঞ্জুর করেন, সেই সমস্ত দিন ধরে তার পরিশ্রমে সেটিই হোক তার সঙ্গী।

যখন আমি প্রজ্ঞার পরিচয় জানতে এবং পৃথিবীতে যত উদ্বেগ ঘটে, তা লক্ষ করতে মনোনিবেশ করলাম—মানুষ তো দিবারাত্র কখনও বিশ্রাম দেখে না!—তখন পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে দেখলাম যে, সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না; তা আবিষ্কার করার জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে পারবেই না। এমনকি, প্রজ্ঞাবানও যদি বলে, 'আমি তা জানতে পেরেছি,' তবু কেউই তার সন্ধান পেতে পারবে না।

আসলে, এসমস্ত বিষয় ধ্যানে মনোনিবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান এবং তাদের কাজকর্ম সবই পরমেশ্বরের হাতে।

মানুষ ভালবাসাকেও জানে না,
ঘৃণাও জানে না:
তার সামনে সবই অসার!
সকলের দশা এক:
ধার্মিক কি দুর্জন, শুচি কি অশুচি,
যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে কি যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে না,
ন্যায়বান কি পাপী, শপথ যে করে কি শপথ যে করে না,
—সকলের দশা এক।

সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে অনিষ্ট ঠিক এ যে, সকলের একই দশা হয়; তাছাড়া আদমসন্তানদের হৃদয়ও অনিষ্টে ভরা, আর তারা জীবিত থাকতে থাকতে মূর্খতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসতি করে; শেষে তারা মৃতদের কাছে চলে যায়।

আসলে, কে মনোনীত হবে?
সকল জীবিতদের জন্য একথা নিশ্চিত যে,
মৃত সিংহের চেয়ে বরং জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয়।

জীবিতেরা তো জানে, তাদের মরতে হবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না; তাদের জন্য আর কোন মজুরি নেই, কারণ তাদের স্মৃতি উবে গেছে। তাদের ভালবাসা, তাদের ঘৃণা, তাদের হিংসা, সবই গেছে; সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তাতে তারা আর কখনও অংশ নিতে পারবে না।

তবে যাও, আনন্দের মধ্যে তোমার রুটি খাও,
হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর,
কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম
পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।
তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক,
তোমার মাথায় যেন কখনও তেলের অভাব না হয়।
সূর্যের নিচে
পরমেশ্বর তোমার ক্ষণিকের জীবনের যত দিন তোমাকে দিয়েছেন,
সেই সমস্ত দিন ধরে
তোমার প্রিয়া বধূর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন কর,
কারণ এজীবনের মধ্যে

ও সূর্যের নিচে যে কষ্ট ভোগ করছ, তার মধ্যে
এ-ই তোমার দশা।
তুমি যে কোন কাজ করতে পাও,
যথাশক্তিতে তা করে যাও ;
কারণ তোমাকে যেখানে যেতে হচ্ছে,
সেই পাতালে কাজও নেই,
পরিকল্পনা, বিদ্যা ও প্রজ্ঞাও নেই।

শ্লোক ১ করি ২:৯-১০; উপ ৮:১৭ দ্রঃ
℣ কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।
℟ আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।
℣ পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না।
℟ আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা ৮ম পুস্তক ৬

আমার প্রাণ প্রভুতে মেতে উঠুক

তবে যাও, আনন্দের সঙ্গে তোমার রুটি খাও, হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর, কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।

সাধারণ অর্থে উপদেশকের এ বাণী যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বাণী বলে গ্রহণযোগ্য বটে, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে এমন শিক্ষা প্রদান করে, আমরা যেন রুটিতে স্বর্গীয় ও রহস্যময় সেই রুটিরই কথা উপলব্ধি করি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এল ও জগৎকে জীবন দান করল। একই ব্যাখ্যা অনুসারে, হৃষ্টচিত্তে আঙুররস পান করাটা সেই আঙুররসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, যা পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের সময়ে সত্যকার আঙুরলতার বুক থেকে নির্গত হয়েছিল। এবিষয়ে আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী বলে, *রুটি গ্রহণ করে নিয়ে যীশু 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন,* ও আপন ধন্য শিষ্যদের দিয়ে *বললেন: গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশে টুকরো টুকরো করা হবে; তেমনি পানপাত্রও গ্রহণ করে নিয়ে তিনি বললেন: তোমরা এ পানপাত্র থেকে পান কর, এ আমার রক্ত, নবসন্ধিরই রক্ত, যা তোমাদের ও সকলের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশে পাতিত।* তাই যারা এ রুটি খায় ও এ রহস্যময় আঙুররস পান করে, তারা সত্যিই আনন্দ করে, উল্লাস করে, ও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে: *তুমি আমাদের হৃদয়ে আনন্দই এনেছ।*

আমার মতে, সেই অনাদিকালীন ঐশপ্রজ্ঞা তথা আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু এ রুটি ও আঙুররসই ইঙ্গিত করছিলেন যখন ঐশবাণীর সহভাগিতা লাভ করতে আমাদের আমন্ত্রণ করে প্রবচনমালার এ বচনের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা এসো, আমার রুটি খাও; পান কর এ আঙুররস যা আমি নিজেই মিশিয়ে দিলাম।* এ আমন্ত্রণ যাদের প্রতি উচ্চারিত, তাদের পক্ষে প্রয়োজন রয়েছে, তাদের পোশাক তথা তাদের কর্ম যেন সবসময়ই আলোর উপযুক্ত এমন সৎকর্ম হয়, যাতে তারা নিজেরা স্বচ্ছ আলোর চেয়ে কম স্বচ্ছ না হয়, যেমনটি সুসমাচারে প্রভু বললেন, *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* এমনকি, তারা তখন নিজেদের মাথার উপরে তেলও নামতে দেখবে, অর্থাৎ কিনা তাদের উপর সেই সত্যময় আত্মাই নেমে আসবেন, যিনি তাদের রক্ষা করবেন ও পাপের সমস্ত বাধা থেকে তাদের নিরাপদে রাখবেন।

শ্লোক সাম ১৬:৮-৯,৫
℣ প্রভু আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না :
℟ তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।
℣ প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র।
℟ তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।

শনিবার

প্রথম পাঠ - উপ ১১:৭–১২:১৪

বার্ধক্য বিষয়ে নানা উক্তি

আলো মধুর,
চোখ সূর্য দেখতে প্রীত।
অনেক বছর জীবিত থাকলেও
মানুষ সেই সমস্ত বছরের সুখ ভোগ করুক ;
কিন্তু সে একথা স্মরণে রাখুক যে,

অন্ধকারময় দিন বহু হবে।
যা কিছু ঘটে, তা সবই অসার!
হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর,
তোমার এই যৌবনকালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক;
তোমার হৃদয়ের যত পথ,
তোমার চোখের বাসনা,
সবই পালন কর;
কিন্তু স্মরণে রেখ,
পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে
তোমাকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করবেন।
তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও,
শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও,
কারণ তরুণবয়স ও কৃষ্ণবর্ণ চুল,
দু'টোই অসার।

তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর,
কারণ একসময় দুঃখের দিন আসবে,
এমন বছরগুলিও আসবে,
যখন তোমাকে বলতে হবে, 'আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না।'
সেসময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে,
বৃষ্টির পরে আবার মেঘ ফিরে আসবে;
বাড়ির প্রহরীরা কম্পিত হবে,
তেজস্বী যত মানুষ কুব্জ হবে,
জাঁতা ঘোরায় এমন স্ত্রীলোকেরা
স্বল্পজন রয়েছে বলে কাজ ত্যাগ করবে,
যত নারী একসময় জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল,
তারা টের পাবে, তাদের চোখ অন্ধকারময় হচ্ছে;
যত সদর দরজা বন্ধ হয়ে থাকবে;
জাঁতার শব্দ কমে যাবে,
পাখির প্রথম ডাকে তুমি উঠে দাঁড়াবে,
যত আনন্দগান ক্ষীণ হয়ে যাবে;
লোকে উচ্চস্থানে যেতে ভীত হবে,
প্রতিটি পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হবে,
বাদামগাছ পুষ্পিত হবে,
ফড়িং কষ্ট করেই চলবে,
টোপা কুল হারিয়ে ফেলবে নিজের কটুস্বাদ,
কারণ মানুষ তখন তার নিত্য আবাসে চলে যাবে
আর বিলাপীর দল পথে পথে হেঁটে বেড়াবে।
হ্যাঁ, সেসময়ে রুপোর সুতো ছিঁড়ে যাবে,
সোনার প্রদীপ ফেটে যাবে,
উৎসের ধারে কলসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কুয়োর মাথায় কপিকল ভেঙে যাবে;
সেসময়ে ধুলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে,
এবং প্রাণবায়ু যাঁর দান, সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।

উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, সবই অসার!

উপদেশক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাছাড়া তিনি লোকদের সদ্‌জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করলেন, কারণ তিনি যাচাই করে ও তলিয়ে দেখেই বহু বহু প্রবচন সম্পাদন করলেন। উপদেশক আকর্ষণীয় ভাষায় লিখতে সযত্নেই সচেষ্ট ছিলেন, যেন সত্য-বাণী সূক্ষ্ম রচনায় প্রকাশ পায়। প্রজ্ঞাবানদের বাণী অঙ্কুশের মত, তাদের সঙ্কলিত বচনমালা শক্ত করে পোঁতা গোঁজের মত—তেমন বচনমালা অদ্বিতীয় এক পালকেরই দান! সন্তান, এর চেয়ে যা কিছু বেশি থাকতে পারে, সেবিষয়ে সাবধান; কারণ বহুপুস্তকের রচনা-কাজ কখনও শেষ হয় না, এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

গোটা বক্তৃতার সারকথা এ: পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম—ভাল হোক কি মন্দ হোক গুপ্ত সমস্ত বিষয়ই বিচারে ডেকে আনবেন।

শ্লোক সাম ৭১:১৭,৯; ১৬:১১
℣ যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়, আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।
℣ তুমি তোমার সম্মুখেই আমাকে দেবে আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই আমাকে দেবে চিরন্তন সুখ।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক ২

প্রভুর কাছে এগিয়ে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে

উপদেশক বলেন, *এ আলো সত্যি মধুময়,* আর আমাদের চোখের পক্ষে এ দৃশ্য সূর্য দর্শন করা উত্তম! কেননা আলো বাতিল করলে জগৎ সৌন্দর্যবিহীন হবে, জীবনও জীবনবিহীন হবে। এজন্য প্রধান ঐশদ্রষ্টা সেই মোশী বললেন, *তখন ঈশ্বর আলো দেখে বললেন, আলো উত্তম।* তথাপি আমাদের পক্ষে সেই মহা, সত্যকার ও শাশ্বত আলো সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যে আলো *সেই সকল মানুষকেই উদ্ভাসিত করে, জগতে যারা প্রবেশ করে,* অর্থাৎ কিনা জগতের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক সেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যিনি মানুষ হয়ে মানবদশার নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেলেন। তাঁর সম্বন্ধে নবী দাউদ বলেন, *পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান; যিনি পশ্চিমে ওঠেন, প্রস্তুত কর তাঁর পথ: প্রভুই তাঁর নাম, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস।*

উপদেশক আলো মধুময় বলেছিলেন, ও নিজেদের চোখে গৌরবের সূর্যকে দর্শন করা উত্তম বলে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁকেই দর্শন করা উত্তম, যিনি ঈশ্বরের দেহধারণের সময়ে বললেন, *আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।* আরও, *এই তো বিচার: আলো জগতে এসেছে।* তাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে সূর্য আমরা মানব-চোখে দেখতে পাই, তিনি সেই সূর্যের স্থানে ধর্মময়তার আধ্যাত্মিক সূর্যই স্থাপন করবেন—এ সূর্য এমন যা তাঁদেরই পক্ষে অধিক মধুময় হবে যাঁরা তা দ্বারা দীক্ষিত হতে যোগ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই তখন নিজেদের চোখে তাঁকে দেখতে পেলেন, যখন তিনি এজগতে জীবনযাপন করছিলেন ও মানুষদের মাঝে সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছিলেন—যদিও তিনি সাধারণ মানুষদের একজন ছিলেন না। আসলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও ছিলেন, আর এজন্যই এমনটি করলেন যাতে অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া হাঁটতে পারে, বধির শুনতে পায়; তাছাড়া তিনি কুষ্ঠপীড়িতদের শুচি করলেন, ও এক আদেশেই মৃতদের জীবনে ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে আধ্যাত্মিক চোখ তোলা, তাঁর সরল ও ঐশ্বরিক সৌন্দর্য দর্শনে ও ধ্যানে রত থাকা, তেমন সহভাগিতা ও সাহচর্য গুণে উদ্ভাসিত ও অলঙ্কৃত হওয়া, আত্মিক মাধুর্যে পরিতৃপ্ত হওয়া, পবিত্রতা পরিধান করা, ঐশজ্ঞান লাভ করা, এবং পরিশেষে ঐশআনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে এজীবনের সমস্ত দিন ধরে তেমন আনন্দের অভিজ্ঞতা করা ইতিমধ্যেও অধিক মধুময়। একথা প্রজ্ঞাবান উপদেশকই নির্দেশ করলেন: *কেননা যদিও মানুষ বহুবছর বেঁচে দীর্ঘজীবী হয়, সে এ সমস্ত কিছুতে আনন্দ করতে থাকবে।* কেননা যারা তাঁকে দেখতে পায়, তাদের পক্ষে একথা সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আনন্দের প্রণেতা হলেন সেই ধর্মময়তার সূর্য। এজন্য নবী দাউদও বলেছিলেন, *ধার্মিকেরা পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক, আনন্দে মেতে উঠুক;* আর এক স্থানে বলেছিলেন, *প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।*

শ্লোক সাম ৩৪:৪,৬; কল ১:১২-১৩ দ্রঃ
℣ আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি:
℟ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
℣ যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে আমাদের অংশীদার করেছেন, ও অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন:
℟ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

২১শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - তীত ১:১-১৬

তীতের প্রেরণকর্ম

আমি পল, ঈশ্বরের দাস ও এই উদ্দেশ্যেই যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত, যেন, ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই সকল মানুষকে বিশ্বাসে আনতে পারি ও সেই সত্যের জ্ঞান তাদের দিতে পারি, যে সত্য মানুষকে ভক্তির কাছে চালিত করে, যে সত্য সেই অনন্ত জীবনেই স্থাপিত, যা ঈশ্বর বহু যুগ আগে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি তো মিথ্যা বলেন না, এজন্য নির্ধারিত সময়ে তাঁর আপন বাণীকে এমন ঘোষণা-কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তীত ও আমার যে সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা কিছু বাকি রয়েছে, তুমি তার সুব্যবস্থা করতে পার, এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম: তাঁদের হতে হবে চরিত্রে

অনিন্দনীয়, ও মাত্র এক বধূর স্বামী; তাঁদের সন্তানদেরও বিশ্বাসী হতে হবে, আবার এই সন্তানদের এমন হতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার কোন অভিযোগ তোলা না যেতে পারে। আসলে, ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে। তাদের একজন—আর তিনি তাদের একজন নবীই—আগে বলেছিলেন, 'ক্রীটের লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। এ সাক্ষ্যবাণী সত্য! তাই তুমি কঠোরতার সঙ্গে তাদের তিরস্কার কর, তারা যেন যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে থাকে এবং কোন ইহুদীয় রূপকথায় বা সেই সমস্ত লোকদের বিধিনিষেধেও মন না দেয়, যারা সত্য অগ্রাহ্য করে। যারা শুচি, তাদের পক্ষে সবই শুচি; কিন্তু যারা কলুষিত, তাদের পক্ষে ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; তাদের মন ও বিবেক দু'টোই কলুষিত।

তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও বিদ্রোহী মানুষ, কোন সৎকর্মের জন্য উপযোগী নয়।

শ্লোক এফে ৩:৮,১২; রো ১:৫

প্র আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।

উ আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।

প্র আমরা তাঁর নামের পক্ষে সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাসের বাধ্যতার উদ্দেশে প্রেরিত-পদের অনুগ্রহ পেয়েছি।

উ আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পালকীয় নিয়ম' ২য় পুস্তক ৪

পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন, কথনে তৎপর হোন

পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন, ও কথনে তৎপর হোন, পাছে যা বলা উচিত নয় তিনি তাই বলে ফেলেন, ও যা বলা উচিত তিনি সেই বিষয়ে নীরব থাকেন। কেননা অসতর্ক কথা যেমন মানুষকে ভুলের মধ্যে টেনে আনে, তেমনি যাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারত, বোধশূন্য নীরবতা তাদের ভুলের মধ্যে ফেলে রাখে। বাস্তবিকই অচেতন পালকেরা মানুষের প্রশংসা হারাবেন বলে ভীত হয়ে বারবার উচিত কথা বলতে ভয় করেন; তাতে স্বয়ং সত্যের বাণী অনুসারে তাঁরা পালক-উচিত তৎপরতার সঙ্গে আর নয়, বেতনভোগীর নিম্ন মনোভাবেই মেষগুলিকে পালন করেন, কারণ নেকড়ে এলে কেমন যেন নীরবতার নিচে নিজেদের লুকিয়ে রেখে তাঁরা আসলে পালান।

প্রভু নবী দ্বারাও তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে অক্ষম!* এবং পুনরায় অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, *তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি।* ফাটলগুলির মধ্যে যাওয়ার অর্থ হল, পালের রক্ষার উদ্দেশ্যে এসংসারের ক্ষমতাশালীদের মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করা; ও প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়ানোর অর্থ হল, ন্যায়ের খাতিরে দুর্জনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

আর আসলে, পালক যখন উচিত কথা বলতে ভয় করেন, তখন নীরব থাকায় তিনি পিঠ ফেরানো ছাড়া কী করেন? কিন্তু তিনি যখন পালের জন্য নিজেই যুদ্ধে নামেন, তখন ইস্রায়েলকুলের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাচীর স্থাপন করেন। এজন্য প্রতিমাপূজায় পুনরায় পতনোন্মুখ সেই জাতিকে বলা হল: *তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়, যা সবই অসার, সবই মূর্খতামাত্র; তোমার দশা পাল্টাবার জন্য তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না।* পবিত্র শাস্ত্রে নবী নামে সময় সময় সেই গুরুদের বলা হয়, যারা বর্তমান বিষয় অস্থায়ী বলে দেখিয়ে ভাবী বিষয় প্রকাশ করে। পবিত্র শাস্ত্র ভর্ৎসনা করে বলে, তারা মিথ্যা দর্শন পেয়ে থাকে, কারণ দোষ নিন্দা করতে ভয় ক'রে তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোষীদের মুগ্ধ করে, ও তিরস্কারমূলক বাণী থেকে বিরত থাকায় পাপীদের অপকর্ম কখনও প্রকাশ করে না।

অথচ তিরস্কারমূলক বাণী চাবিস্বরূপ, কারণ তিরস্কারের মধ্য দিয়ে বিবেক খুলে গেলে তেমন দোষও প্রকাশ পায় যা বিষয়ে দোষী নিজেই প্রায় সচেতন নয়। এজন্য তীতের কাছে পত্রে পল বলেন, *যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।* মালাখিও বলেন, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে, এবং নির্দেশবাণীর অন্বেষণ তার মুখেই মিলবে, কেননা সে সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত।* আরও, ইসাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু বলেন, *মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও; তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল।*

যিনি যাজক-পদ গ্রহণ করেন, তিনি প্রচারক ভূমিকাই গ্রহণ করেন, ও চিৎকার করতে করতে সেই বিচারকেরই আগে আগে চলেন যিনি ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁর পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছেন। ফলত যাজক প্রচারকর্মে অজ্ঞ হলে, বোবা প্রচারক হওয়ায়

তিনি কেমন করে নিজ কণ্ঠ শোনাবেন? এজন্যই পবিত্র আত্মা প্রথম পালকদের উপরে জিহ্বার আকারে অধিষ্ঠান করলেন: যাঁদের তিনি নিজেতে পরিপূর্ণ করলেন, নিজের বিষয়ে বাণীপ্রচার করতে তাঁদের হঠাৎ সক্ষম করে তুললেন।

শ্লোক সাম ৫১:১৫,১৬-১৭
℟ আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথ সকল, পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।
℣ আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।
℟ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর, আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।
℣ আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।

সোমবার

প্রথম পাঠ - তীত ২:১–৩:২

ভক্তজনদের কাছে চেতনা-বাণী

তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ক্রীতদাসেরা যেন সবকিছুতে তাদের মনিবদের অনুগত থাকে, প্রতিবাদ না করে তাদের সন্তুষ্ট করে, কিছুই আত্মসাৎ না করে; বরং সম্পূর্ণ সততা দেখায়; যেন তা-ই ক'রে তারা সবকিছুতেই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষা মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে।

কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি, যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন জনগণকে শুচিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন, যারা তাঁরই নিজস্ব ও সৎকর্ম সাধনে আগ্রহী।

পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য। দেখ, কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না করে।

সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, যেন তারা শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকে, বাধ্য হয়, যে কোন সৎকর্ম সাধন করতে প্রস্তুত হয়, কারও নিন্দা না করে, ঝগড়া এড়িয়ে চলে, সহনশীলতা দেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

শ্লোক তীত ২:১২,১৩; এফে ৫:১৫-১৬
℟ ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,
℣ আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।
℟ নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর,
℣ আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'কাইন ও আবেল' ১ম পুস্তক ৯,৩৪,৩৮-৩৯

গোটা মণ্ডলী-দেহের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত

স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার বলিদান, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রত সকল উদ্‌যাপন কর। যে ঈশ্বরের কাছে ব্রত নিয়ে তা পালনও করে, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এজন্যই সকলের চেয়ে সেই সামারীয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, প্রভুর আদেশ অনুসারে অন্য ন'জনের সঙ্গে চর্মরোগ থেকে নিরাময় হয়ে উঠে যে একাই খ্রীষ্টের কাছে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করে ও তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। তার বিষয়ে যীশু বলেছিলেন, *এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে? তখন তিনি তাকে বললেন, ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।*

প্রভু যীশু ঐশ্বরিক ভাবে সেই পিতার মঙ্গলময়তা বিষয়েও শিক্ষা দিলেন, যিনি মঙ্গলদান দিতে জানেন, যাতে যা মঙ্গল, তাই তুমি যাচ্না কর তাঁরই কাছে যিনি স্বয়ং মঙ্গল; উপরন্তু তিনি আবেদন জানালেন, আমরা যেন ব্যগ্রতার সঙ্গে ও বারে বারে প্রার্থনা করি—আমাদের প্রার্থনা এত দীর্ঘই হবে যে আমাদের অসহ্যই লাগবে এমন নয়, বরং যেন সময় মত বারে

বারে প্রার্থনা করি। আসলে দীর্ঘকাল প্রার্থনায় রত থাকলে প্রার্থনার নিজেরই ক্ষতি হয়; অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনাকালের মধ্যে অতিদীর্ঘ সময় কাটলে সহজেই অবহেলা দেখা দেয়।

তাছাড়া তিনি সাবধান বাণী দেন, তুমি যখন নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তখন যেন জেনে রাখ যে, সেসময়ে তোমাকে অপরকেও ক্ষমা করতে হবে: এভাবে তোমার শুভকর্মের কণ্ঠেই তুমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণীয় করবে। প্রেরিতদূতও এ শিক্ষা দেন, যেন বিনা ক্রোধে ও বিনা মনোমালিন্যে প্রার্থনা করা হয়, যাতে তোমার প্রার্থনা অস্থির না হয়, উলট ফলও না ফলায়! তিনি এ কথাও বলেন যে, সর্বত্রই প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু প্রভু বললেন, *তোমার কক্ষেই প্রবেশ কর।* তুমি কিন্তু দেওয়ালে গন্ডিবদ্ধ এমন কক্ষের কথা বুঝবে না, যে কক্ষে তোমার দেহ আবদ্ধ থাকবে, বরং তোমার অন্তরেই যে কক্ষ, তাই বুঝবে—যে কক্ষে তোমার সকল চিন্তা নিহিত ও তোমার সকল মনোভাব বিরাজিত। তোমার এ প্রার্থনাকক্ষ সর্বস্থানেও তোমার সঙ্গে আছে, সর্বস্থানেও গোপন, কারণ একা ঈশ্বর ছাড়া তেমন কক্ষের অন্য বিচারক নেই।

তোমাকে তিনি এ শিক্ষাও দেন যে, বিশেষভাবে জনগণের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত, অর্থাৎ গোটা দেহের জন্য, তোমার মাথার সমস্ত অঙ্গগুলির জন্যই প্রার্থনা করা উচিত: এতেই পারস্পরিক ভালবাসার উজ্জ্বল চিহ্ন প্রতীয়মান। কেননা যদি নিজের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি কেবল নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করবে; আর যদি এক একজন নিজের জন্য প্রার্থনা করে, তবে একথা জানা উচিত যে, একজন পাপী নিজের জন্য প্রার্থনা ক'রে যতখানি অনুগ্রহ পায়, তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ তাকেই মঞ্জুর করা হয়, যে পরের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন এক একজন সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে, তখন সকলেই এক একজনের জন্য প্রার্থনা করে।

উপসংহার স্বরূপ একথা বলব: তুমি যদি কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে—যেমন বলেছি—তুমি নিজের জন্য প্রার্থনা করবে বটে, কিন্তু তুমি একা থাকবে। অন্যদিকে তুমি যদি সকলের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে সকলেই তোমার জন্য প্রার্থনা করবে, কারণ সেই সকলের মধ্যে তুমিও আছ। তাতে প্রার্থনার ফল মহত্তরই হবে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রার্থনা সবগুলো মিলে একজনের উপরে গোটা সমাজের প্রার্থনার ফল বর্ষণ করবে। এতে দুঃসাহসের লেশমাত্র নেই, বরং বিনম্রতাই অধিক মহান, ফলও অধিক সমৃদ্ধ।

শ্লোক সাম ৬১:২-৩,৬

প্র আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।
উ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।
প্র তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রত সকল, যারা ভয় করে তোমার নাম, তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়:
উ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - তীত ৩:৩-১৫

নবজন্মদানকারী প্রক্ষালন

ভ্রাতৃগণ, একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা করতাম। কিন্তু যখন মানবজাতির প্রতি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও ভালবাসা প্রকাশিত হল, তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। একথা বিশ্বাস্য; সুতরাং আমি চাই, তুমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দেবে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তারা যেন সৎকর্ম সাধনে নিত্যই সচেষ্ট থাকে। মানুষের পক্ষে এই সবকিছু উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু তুমি যত নির্বোধ প্রশ্ন, সেই সব বংশতালিকা, ও বিধান-সম্বন্ধীয় যে কোন আলোচনা ও তর্কাতর্কি এড়িয়ে চল; কেননা তেমন কিছু অর্থশূন্য ও মূল্যহীন। ভ্রান্তমত যে অবলম্বন করে, তাকে একবার, দরকার হলে দু'বার সতর্ক করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না; তোমাকে বুঝতে হবে যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, এবং পাপ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

আমি যখন তোমার কাছে আর্তেমাস বা তিখিকসকে পাঠাব, তখনই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে নিকোপলিসে আসতে চেষ্টা কর; সেইখানে আমি শীতকাল কাটাতে স্থির করেছি। আইনজ্ঞ জেনাস ও আপল্লোসের যাত্রার জন্য সুব্যবস্থা কর; এমনটি কর, প্রয়োজনীয় কোন কিছুর যেন তাঁদের অভাব না হয়। এভাবে আমাদের লোকেরাও জরুরী প্রয়োজনের জন্য সৎকর্মে উদ্যোগী হতে শিখুক, যেন এমনি অর্থশূন্য জীবন যাপন না করে।

যাঁরা এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসী হিসাবে যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক সাম ১০৩:১৩-১৪; তীত ৩:৫

℟ পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল,
℣ কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।
℟ নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন,
℣ কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নবম শতাব্দীর উপদেশ ৪:২-৭

নিজ মহাপাপ দেখে কেউই যেন নিরাশ না হয়

ভাইবোনেরা, তোমরা প্রায়ই বলতে শুনেছ সে দুই ব্যক্তির কথা, তথা আদম ও খ্রীষ্ট। প্রথমজন প্রাচীন মানুষ, দ্বিতীয়জন নব মানুষ। তাই আজ যে দুর্জন, সে প্রাচীন মানুষ, কারণ তাঁরই অনুকরণ করে, যিনি পরমদেশে অহঙ্কারী ও অবাধ্য হলেন। যে ভাল, সে নবমানুষ, কারণ তাঁরই অনুসরণ করে, যিনি বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়,* ও যাঁর বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।*

কিন্তু যেহেতু আমাদের কাল নবকাল বলে পরিচিত, আমরা তাদেরই আবেদন জানাচ্ছি যারা অপকর্ম সাধনে প্রাচীন মানুষ, যেন তারা সৎকর্মের দিকে মন ফিরিয়ে নবমানুষ হয়ে ওঠে। যারা শুভকর্মের ফলে ইতিমধ্যেই নবমানুষ হয়ে উঠেছে, আমরা তাদের আহ্বান করি তারা যেন এ নবকালে অধিক শ্রেয়তর সৎকর্ম সাধনে নিজেদের নবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, অশুচিতা রিপু প্রত্যাখ্যান করায় যে শুচিতা ক্ষেত্রে নবমানুষ, সে অমঙ্গল অভিলাষও অস্বীকার করায় নিজেকে নবায়ন করুক। একই প্রকারে যে বিনম্র, বাধ্য, দয়াবান ও ধৈর্যশীল, সে প্রার্থনায় ও সেই সমস্ত সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অগ্রগতি সাধনেই নিজেকে নবায়ন করবে, যেমনটি লেখা আছে, *তারা সদ্‌গুণ থেকে মহত্তর সদ্‌গুণে অগ্রসর হবে।*

প্রিয়জনেরা, দীক্ষাস্নাত হয়েছ বিধায় তোমাদের মধ্যে কেউ নিরাপদ নও। কেননা যেমন যারা ক্রীড়াঙ্গনে দৌড় দেয়, তারা সকলেই জয়মালা পাবে এমন নয়, কিন্তু সে-ই মাত্র পাবে, প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়েছে, তেমনি যাদের বিশ্বাস আছে তারা সকলে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু তারাই মাত্র পাবে, যারা শুরু করা শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকে। আর যেমন *প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে,* তেমনি তোমাদের নির্যাতনকারী সেই শয়তানকে জয় করতে গেলে তোমাদেরও সমস্ত রিপু এড়াতে হবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা প্রভু দ্বারা তাঁর আঙুরখেতে তথা পুণ্যময়ী মণ্ডলীর ঐক্যে আহূত হয়েছ: এমনভাবে আচরণ কর, যাতে পুরস্কার অর্থাৎ রাজ্যের সেই আনন্দ পেতে পার যা ঈশ্বর নিজে প্রদান করেন।

নিজ মহাপাপ দেখে কেউ যেন নিরাশ হয়ে না বলে, 'আমার কতই না পাপ! বার্ধক্যকাল পর্যন্ত, এমন কি এ শেষ বয়স পর্যন্তই পাপ করে বসেছি; এখন ক্ষমা পাওয়া দূরের কথা, এ কারণেও যে, আমিই যে পাপ ত্যাগ করেছি এমন নয়, পাপগুলিই এবয়সে আমাকে ত্যাগ করেছে।' তেমন মানুষ যেন ঈশ্বরের দয়া বিষয়ে কখনও নিরাশ না হয়, কারণ প্রভুর আঙুরখেতে কেউ কেউ প্রথম ঘণ্টায়, অন্য কেউ তৃতীয় ঘণ্টায়, আবার অন্য কেউ ষষ্ঠ ঘণ্টায় আহূত হয়েছে; এমনকি অন্য কেউ নবম ঘণ্ঠায় ও অন্য কেউ একাদশ ঘণ্টায়ও আহূত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরসেবায় কেউ শিশুকাল থেকে আকর্ষিত হয়েছে, অন্য কেউ বাল্যকালে, অন্য কেউ যৌবনকালে, অন্য কেউ বার্ধক্যকালে, অন্য কেউ একেবারে শেষ বয়সেই আকর্ষিত হয়েছে।

আর যেমন কারও পক্ষে—সে যেই কালে থাকুক না কেন—মনপরিবর্তন বিষয়ে নিরাশ করতে নেই, তেমনি তার বিশ্বাস থাকায় কেউ যেন কেবল সেই ভিত্তিতে নিজেকে নিরাপদ মনে না করে, সে বরং এ বাণী ভয় করুক: *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।* আমরা ঠিকই জানি, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছি, কিন্তু তবুও জানি না, আমরা মনোনীত কিনা। সুতরাং, মনোনীত হয়েছে কিনা এসম্বন্ধে জানা না থাকায় প্রত্যেকে যেন নিজেকে অধিক বিনম্র করে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ বর প্রদান করুন, তোমরা যেন তাদেরই সংখ্যার লোক না হও, যারা শুষ্ক পায়ে লোহিত সাগর পার হয়েছিল, প্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, আত্মিক পানীয় পান করেছিল, কিন্তু পরে গজ গজ করেছিল বিধায় প্রান্তরে মারা গেছিল, তোমরা বরং যেন তাঁদেরই মধ্যে পরিগণিত হতে পার, যাঁরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেছিলেন, ও মণ্ডলীর আঙুরখেতে বিশ্বস্ত ভাবে পরিশ্রম করে শাশ্বত আনন্দের পুরস্কার পাবার যোগ্য হলেন, তোমরা যেন যাঁর অঙ্গ, তোমাদের মাথা সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করতে পার চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক এস্থার ১৪:৩,১৯; তোবিত ৩:১৩; যুদিথ ৬:১৫ দ্রঃ
℟ তুমি ছাড়া, হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমার অন্য ভরসা নেই।
℣ তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।
℟ হে প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ।
℣ তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।

বুধবার

প্রথম পাঠ - ১ তি ১:১-২০

তিমথির প্রেরণকর্ম
সুসমাচারের সেবক সাধু পল

আমি পল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রত্যাশা সেই খ্রীষ্টযীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

মাসিডনের দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না দেয়, এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে প্রকাশিত ঐশসঙ্কল্পের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে। তবু এই আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। ঠিক এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েই কয়েকজন লোক ফাঁপা ধ্যানধারণার দিকে ফিরেছে। নিজেদের বিষয়ে তাদের দাবি, তারা নাকি বিধান-পণ্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও বোঝে না।

আমরা তো ভালই জানি, বিধান উত্তম—অবশ্য কেউ যদি তা বিধিমতে ব্যবহার করে; এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি, কিন্তু যারা জঘন্য কর্মের সাধক ও বিদ্রোহী, ভক্তিহীন ও পাপী, অধার্মিক ও নাস্তিক, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, খুনী, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, সমকামী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাসাক্ষী, তাদেরই জন্য স্থাপিত হয়েছে; বিধান সেসব কিছুর জন্যও স্থাপিত হয়েছে যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা-বিরুদ্ধ, সেই যে ধর্মশিক্ষা ধন্য ঈশ্বরের গৌরবের সেই সুসমাচার অনুযায়ী, যা আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকাজের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অথচ আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম। কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়! কিন্তু এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রীষ্টযীশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। যিনি সর্বযুগের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য অনন্য পরমেশ্বর, তাঁর সম্মান ও গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

সন্তান তিমথি, তোমার বিষয়ে আগেকার সকল নবীয় বাণী অনুসারে আমি তোমার কাছে এই নির্দেশ তুলে দিচ্ছি, যেন তুমি সেই সমস্ত নবীয় বাণী গুণে বিশ্বাস ও সদ্বিবেক হাতিয়ার করে শুভ সংগ্রাম চালাতে পার; আসলে সদ্বিবেক বর্জন করার ফলে বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কারও কারও নৌকাডুবি হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিমেনেওস ও আলেক্‌জান্দার; তাদের আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যেন তারা শিখতে পারে যে, ধর্মনিন্দা করতে নেই।

শ্লোক ১ তি ১:১৪,১৫; রো ৩:২৩
℟ খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে:
℣ খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।
℟ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।
℣ খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

দ্বিতীয় পাঠ - ধর্মপাল আম্ফিলকের কাছে মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের পত্র — পত্র ১৬১:১-২

সুদক্ষ চালকের মত বীর্য দেখিয়েই চল

ধন্য ঈশ্বর! তিনি প্রতিটি যুগে তাদেরই মনোনীত করেন যারা তাঁর অধিক গ্রহণীয়; ও মনোনীত পাত্রগুলির মধ্য থেকে বেছে নিয়ে পুণ্য সেবা-পদের জন্য তাদের ব্যবহার করেন। অনুগ্রহের অপরিহার্য জালে তিনি এবার তোমাকেও ধরলেন, তুমি যে—আমার প্রতি তোমার নিজের কথা অনুসারেই—আমাদের নয়, সেই আহ্বানকেই এড়াতে চাচ্ছিলে, যা অনুভব করছিলে আমাদের দ্বারাই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আর তিনি তোমাকে পিসিদিয়া অঞ্চলের বুকে চালিত করলেন, শয়তান নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করতে যাদের দখল করেছিল, তুমি যেন সেই সকল মানুষকে প্রভুর জন্য ধরতে ও অতলদেশ থেকে আলোয় বের করে আনতে পার। কিন্তু, যেহেতু যারা খ্রীষ্টে সমস্ত ভরসা রেখেছে তারা এক-জাতি, ও খ্রীষ্টেরই হওয়ায় তারা এক-মণ্ডলী—যদিও মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম বহন করে—সেজন্য তোমার মাতৃভূমিও ঐশ সঙ্কল্প নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে, এমনকি তোমাকে হারিয়েছে, সে তাও মনে করে না, যদি তোমার দ্বারা সে অন্য মণ্ডলীগুলোকেও জয় করে। প্রভু করুন, উপস্থিত হলে আমরা যেন দেখতে পাই, ও অনুপস্থিত হলে যেন শুনতে পাই বাণীপ্রচারে ও মণ্ডলীর সুপরিচালনায় তোমার কর্মকীর্তি।

সুতরাং, বীর্য দেখাও, বলবান হও, পরাৎপর যে জনগণকে তোমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, সেই জনগণের আগে আগে অগ্রসর হও; ও ধর্মবিচ্ছেদের বাতাস যে ঝড়ঝঞ্ঝা ঘটিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তুমি সুদক্ষ চালকের মত উদার মনোভাব দিয়ে ভ্রান্ত ধর্মমতের লবণাক্ত ও তিক্ত তরঙ্গমালা থেকে সেই জাহাজ রক্ষা করে চল যা কখনও ডুবে যাবে না—সেই শান্তির প্রতীক্ষায় যা প্রভু নিজে তখনই সাধন করবেন, যখন এমন কণ্ঠ শুনতে পাবেন যা বাতাস ও সমুদ্র প্রশমিত করার জন্য তাঁকে নিদ্রাভঙ্গ করতে যোগ্য।

আর তুমি যদি ইচ্ছা কর, এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে, তাহলে একথা জেনে যে, দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে আমরা শেষের দিকে পা বাড়িয়েছি, সময় স্থগিত করো না, আমাদের একটা চিহ্নের জন্যও অপেক্ষা করো না—একথা জেনে যে, প্রিয় সন্তানকে আলিঙ্গন করার জন্য পিতার হৃদয়ের কাছে কোন সময়ই অনুপযুক্ত নয়, এবং পিতৃস্নেহ সমস্ত কথার অতীত।

বোঝা যে তোমার শক্তির ঊর্ধ্বে, এজন্য অসন্তোষ দেখিয়ো না। কেননা একা হয়েই যদি তোমাকে তা বহন করতে হত, তাহলে বোঝাটা শুধু ভারী নয়, সম্পূর্ণরূপে অসহ্যই হত। কিন্তু প্রভুই যখন তোমার সঙ্গে বোঝাটা বহন করেন, তখন *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন।*

একটা কথা মাত্র আমাকে বলতে দাও: অন্যান্যদের প্রতি দুর্ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষিত হতে দিয়ো না, বরং সেই অন্যান্যরা নিন্দাজনক যা কিছু আগে ফলিয়েছিল, ঈশ্বর তোমাকে যে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তার সহায়তায় সেই সমস্ত কিছু মঙ্গলেই রূপান্তরিত কর।

তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার জন্য প্রার্থনা কর, আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে আমি যেন তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখবার যোগ্য হতে পারি; কিন্তু বিদায় নেওয়ার আদেশ এলে আমি যেন ঊর্ধ্বে, সেই প্রভুর কাছেই, তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখতে পাই—মণ্ডলীকে এমন আঙুরলতারূপে দেখতে পাই যা শুভকর্মে ফলশালী, ও তোমাকে এমন জ্ঞানবান কৃষক ও উত্তম সেবক রূপে দেখতে পাই, যে আপন সঙ্গীদের কাছে তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ করেছে বিধায় বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকের যোগ্য পুরস্কার গ্রহণ করে।

শ্লোক এফে ৬:১০-১১; যোব ৭:১
℣ তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।
℟ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।
℣ পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন:
℟ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - ১ তি ২:১-১৫

উপাসনাকালে প্রার্থনা

প্রিয়জন, আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন কিছু উত্তম ও গ্রহণীয়; তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন; আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত হয়েছি—সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না—বিশ্বাসে ও সত্যে আমি বিজাতীয়দের শিক্ষাদাতা।

তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।

নারী সম্পূর্ণরূপে অনুগতা হয়ে নীরব থেকেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করুক। উপদেশ দেবার বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকে দিই না; তাকে নীরব থাকা উচিত। কেননা প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে গড়া হয়েছিল। আর আদম যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা নয়, নারীই প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিতা হল। তবু যদি আত্মসংযমী হয়ে বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও পবিত্রতায় নিষ্ঠাবতী থাকে, তবে নারী সন্তান-প্রসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবে।

শ্লোক ১ তি ২:৫-৬; হিব্রু ২:১৭
℣ ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট:
℟ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।
℣ তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, তিনি যেন দয়াবান এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন:
℟ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - তিমথির কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি — উপদেশ ৬:১-২

আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে

যাজক সার্বজনীন এক পিতারই মত। তাই তাঁর পক্ষে উচিত, তিনি সেইভাবে সকলের প্রতি যত্নশীল হবেন, যেভাবে তিনি যাঁর যাজক সেই ঈশ্বর সকলের প্রতি যত্নশীল। এজন্য পল বলেন: *আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।* এ থেকে মঙ্গলকর দু'টো জিনিস উদ্গাত: পরের বিরুদ্ধে আমাদের যে ক্রোধ, তা নিঃশেষ হয়, কারণ যার কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়, তাকে ঘৃণা করা যায় না; দ্বিতীয়ত, তারা নিজেরাই আরও উত্তম হয়ে ওঠে, তাদের জন্য প্রার্থনা করা হল এজন্যই বটে, আবার এজন্যও যে, তেমন প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, আমাদের বিরুদ্ধে

তাদের যে হিংসা, তারা যেন সেই হিংসা ত্যাগ করে। কেননা পরকে চেতনা দানের পক্ষে পরকে ভালবাসা ও পরের ভালবাসার পাত্র হওয়ার চেয়ে অধিক উপকারী বলতে আর কিছু নেই।

আমি মনে করি, কতই না ভাল হত, যারা ছলচাতুরি খাটাত, কশাঘাত করত, মারত, হত্যা করত, তারা যদি জানত যে তাদের হিংস্রতার পাত্র ইতিমধ্যে নির্যাতনকারীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল!

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, কেমন করে প্রেরিতদূত ইচ্ছা করেন, খ্রীষ্টভক্ত সকলের উর্ধ্বেই থাকবে? যেমন শিশুদের বেলায় এমনটি ঘটে যে, কোলে-করা শিশু বাবার মুখে আঘাত করলেও এজন্য পিতৃস্নেহ কমেই না, তেমনি পরের আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়েও তাদের প্রতি আমাদের কম মঙ্গলকারী হতে হবে না।

সেই 'সর্বপ্রথম'এর অর্থ কী? তার অর্থ হল দৈনন্দিন উপাসনা। আর দীক্ষিতরা একথা জানে যে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা কালে আমরা সমগ্র জগতের জন্য, রাজার ও শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করে থাকি।

দেখ তিনি কী বলেন, ও নিজের নিবেদন গ্রহণীয় করার জন্য কেমন করে শুভফলের কথাও উল্লেখ করেন: *যেন আমরা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি।* অন্য কথায়, রাজা, প্রদেশপাল ইত্যাদি উচ্চপদস্থ লোকদের কল্যাণ থেকেই আমাদের শান্তি উদ্গত। একই প্রকারে রোমীয়দের কাছে পত্রে তিনি প্রশাসনের প্রতি বাধ্যতার কথা তুলে ভক্তদের বলেন, *কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক।* তিনি আবেদন জানান, *যেন মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়।* হ্যাঁ, পরের প্রতি দেখানো ঈশ্বরের উপকারিতার জন্যও ধন্যবাদ জানানো আবশ্যক; উদাহরণ স্বরূপ: *তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে তিনি কেবল প্রার্থনা দ্বারা নয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন দ্বারাও আমাদের মিলিত করেন ও একত্রে আবদ্ধ করেন? কেননা আমরা যখন প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর দেওয়া মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে অনুপ্রাণিত, তখন সেই প্রতিবেশীকে ভালবাসতে ও তার প্রতি মঙ্গলময়তা দেখাতেও অনুপ্রাণিত। এর কারণ, যারা আমাদের নিকটবর্তী, তাদের জন্য যখন আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়, তখন মহত্তর কারণে তাদেরও জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে যারা প্রকাশ্যে কি গোপনে, স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের কাছে আসে; এমনকি তাদেরও জন্য, যারা সম্ভবত আমাদের ক্ষতি করে; কেননা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলেরই জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করেন!

সুতরাং, আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে। যখন বিশ্বাসীদের জন্য শুধু নয়, অবিশ্বাসীদেরও জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন চিন্তা কর কতই না অদ্ভুত হবে, আমরা যদি ভাইদের বিরুদ্ধেই প্রার্থনা করি!

শ্লোক সাম ৭১:৮-৯,২৩

℣ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ, পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।
℣ তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ, মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - ১ তি ৩:১-১৬

মণ্ডলীর সেবাকর্মীরা

প্রিয়জন, আমার একথা বিশ্বাস্য: যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে। কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ আবশ্যক যে, তিনি হবেন অনিন্দনীয় ব্যক্তি, মাত্র এক বধূর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ, উত্তম ধর্মশিক্ষাদাতা; তিনি পানাসক্ত হবেন না, উগ্রপ্রকৃতির মানুষ হবেন না, কিন্তু হবেন কোমলপ্রাণ, নির্বিরোধী ও অর্থলোভ-শূন্য। তিনি যেন নিজের ঘর উত্তমরূপে চালাতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধ ও বাধ্য সন্তানদের পালন করতে পারেন; কেননা কেউ যদি নিজের ঘর চালাতে না জানে, সে কেমন করে ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে প্রতিপালন করতে পারবে? তাছাড়া তিনি যেন নবদীক্ষিত কোন মানুষ না হন, পাছে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হন। এও আবশ্যক যে, বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকবে, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।

একই প্রকারে, পরিসেবকদের পক্ষেও ভদ্র ও এক কথার মানুষ হওয়া আবশ্যক; তাঁরা যেন অতিপান-প্রবণ বা অসৎ ধনের আকাঙ্ক্ষী না হন; তাঁরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসের রহস্য রক্ষা করেন। এজন্য আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। একই প্রকারে, নারীদেরও হতে হবে ভদ্র, পরচর্চায় প্রবণ নয়, মিতাচারিণী, ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তা। পরিসেবকদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তাঁরা হবেন মাত্র এক বধূর স্বামী; উপরন্তু তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ও ঘরের সকলকে উত্তমরূপে চালনা করতে পারেন। যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রীষ্টযীশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

আমি তোমার কাছে এইসব কিছু লিখছি, এই আশা রেখে যে, শীঘ্রই তোমার ওখানে যাব। তবু আমি দেরি করলে, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের জনমণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান:

তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন,
স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন ঊর্ধ্বে উপনীত।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২
℣ তোমরা সেই গোটা পালের বিষয়ে সাবধান হও যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন
℟ তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।
℣ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,
℟ তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ১:১–৩:২; ৪:১-২; ৬:১; ৭:১–৮:১

আমি তোমাদের সাবধান করছি
কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।

আমি ইগ্নাস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত—যে মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্রী, যা ঈশ্বরের মনোনীতা ও ঈশ্বরের যোগ্যা, যা যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা দেহে ও আত্মায় শান্তি ভোগ করে—আমাদের আশা সেই যে যীশুখ্রীষ্ট যাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় আছি—এশিয়ার ত্রাল্লাতে স্থিত সেই পুণ্যময়ী মণ্ডলীর সমীপে: আমি প্রৈরিতিক প্রথা অনুযায়ী আত্মার পূর্ণতায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মন—অভ্যাসমত নয়, স্বভাবগুণেই বরং!—অনিন্দনীয়, ও পরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত নয়। একথা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ পলিবিওস তখন আমাকে দেখিয়েছেন, যখন ঈশ্বরের ও যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্য বন্দি এই আমাকে স্মির্নায় দেখতে এসে আমার সঙ্গে অধিক আনন্দ করেছেন, আর এতে আমি তাঁর মধ্যে তোমাদের গোটা সমাবেশের দর্শন পেয়েছি। তাই ঈশ্বর-অনুযায়ী তোমাদের সদিচ্ছা তাঁর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছি, কারণ তোমাদের ঈশ্বরের অনুকারী বলে পেয়েছি, যেইভাবে শুনেছিলাম।

কেননা তোমরা যখন ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্যতা দেখাও ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি, তখন আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, তোমরা মানুষ অনুসারে নয়, সেই যীশুখ্রীষ্ট অনুসারেই জীবনযাপন কর, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তোমরা মৃত্যু এড়াতে পার। অতএব প্রয়োজন রয়েছে, তোমরা যেভাবে করে আসছ, সেভাবে যেন ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া কিছু না কর, কিন্তু প্রবীণবর্গের প্রতিও এমন বাধ্যতা দেখাও যা আমাদের আশা-যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের প্রতিই যোগ্য, যাতে করে আমরা তাঁর সহভাগিতায় আশ্রয় পেতে পারি।

এও প্রয়োজন, যাঁরা যীশুখ্রীষ্টের রহস্যগুলির পরিসেবক, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সকল মানুষের গ্রহণীয় হন, কেননা তাঁরা খাদ্য ও পানীয়ের নয়, ঈশ্বরের মণ্ডলীরই পরিসেবক; যার ফলে তাঁদের পক্ষে সমস্ত দোষ থেকে আগুন থেকেই যেন দূরে থাকা একান্ত দরকার।

একই প্রকারে সকলে পরিসেবকদের প্রতি এমন সম্মান দেখাবে ঠিক যেন খ্রীষ্টকে দেখায়, ধর্মাধ্যক্ষকেও সম্মান দেখাবে যিনি পিতার দৃশ্য উপস্থিতি, প্রবীণদের প্রতিও সম্মান দেখাবে যাঁরা ঈশ্বরের সংসদ ও প্রেরিতদূতদের সভা স্বরূপ। এঁদের ছাড়া 'মণ্ডলী' এ কথাও উত্থাপন করা চলে না। তোমরা এ সমস্ত কিছু মেনে নাও, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত; কারণ তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি, আর সেই প্রমাণ আমার সঙ্গে রয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের আচরণ সত্যি মহাশিক্ষা স্বরূপ, ও তাঁর কোমলতা শক্তি!

ঈশ্বর বহুরূপেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখি পাছে আত্মগর্বে পতিত হই; আসলে আপাতত আমার পক্ষে ভীত হওয়া ও যারা আমাকে স্ফীত করে তাদের কথায় কান না দেওয়া অনেক ভাল, কেননা যারা সেইভাবে আমার প্রশংসা করছে, তারা আমাকে কশাঘাতই করছে। হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণাভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু জানি না, আমি যোগ্য কিনা। আমার আগ্রহ অনেকের কাছে তত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু আমাকে অবিরতই পীড়ন করছে। অতএব আমার পক্ষে সেই বিনম্রতা দরকার, যা দ্বারা এসংসারের অধিপতিকে বিনাশ করা হয়।

আমি তোমাদের অনুরোধ করি—আসলে আমি নয়, যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসাই তোমাদের অনুরোধ করে: তোমরা কেবল খ্রীষ্টীয় শিক্ষাই খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, অদ্ভুত খাদ্য তথা ভ্রান্তমত এড়াও। আর তেমনটি ঘটবে তোমরা যদি গর্বে স্ফীত না হও ও ঈশ্বর-যীশুখ্রীষ্ট থেকে, ধর্মাধ্যক্ষ থেকে, ও প্রেরিতদূতদের আদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। যে মন্দিরে থাকে, সে শুচি, কিন্তু যে মন্দিরের বাইরে থাকে, সে অশুচি: অর্থাৎ কিনা, যে কেউ ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া, ও প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের ছাড়া কিছু করে, বিবেকে সে শুচি নয়।

আমি তেমন কিছু তোমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন নয়; আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করছি, কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।

শ্লোক এফে ৪:৩-৬; ১ করি ৩:১১
প্র তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ:
উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।
প্র যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট:
উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ১ তি ৪:১–৫:২

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

প্রিয়জন, আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায় দেবে, এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত হবে যাদের বিবেক ইতিমধ্যে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত। এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে—অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা গ্রহণ করে। বাস্তবিক ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা ভাল; তাই ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, কারণ ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রীষ্টযীশুর উত্তম সেবক হবে, এমন এক সেবকেরই পরিচয় দেবে, যে বিশ্বাসের বাণী ও উত্তম ধর্মশিক্ষার অনুসরণ করে তাতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পৌরাণিক যত রূপকথা অগ্রাহ্য কর—তা বুড়ীদের গল্পমাত্র; তুমি বরং ভক্তিতেই দক্ষ হবার জন্য চর্চা কর; কেননা শরীর-চর্চা কিছুটার জন্যই মাত্র উপকারী, কিন্তু ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ তা সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য; আসলে আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি এই কারণে যে, সেই জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদেরই ত্রাণকর্তা। তেমন কথাই তোমার প্রচারের ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া চাই।

তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে; তুমিও কিন্তু কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও। আমি যতদিন না আসি, তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক। তোমার অন্তরে যে অনুগ্রহদান রয়েছে, তা অবহেলা করো না, কেননা তা নবীদের বাণী অনুসারে প্রবীণবর্গের হস্তার্পণে তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়। নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

তোমার চেয়ে বৃদ্ধ কোন মানুষকে কখনও কঠোরভাবে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাঁকে চেতনা-বাণী দান কর তিনি ঠিক যেন তোমার নিজের পিতা; তোমার চেয়ে যুবক যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর তারা যেন তোমার নিজের ভাই, বৃদ্ধাদের সঙ্গে, তাঁরা যেন তোমার নিজের মাতা, যুবতীদের সঙ্গে, তারা যেন তোমার নিজের বোন—সম্পূর্ণ পবিত্রতার সঙ্গে।

শ্লোক ১ তি ৪:৮,১০; ২ করি ৪:৯ দ্রঃ
প্র ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি
উ কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি।
প্র আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না,
উ কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই আমাদের প্রত্যাশা রেখেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৮:১–৯:২; ১১:১–১৩:৩

বিশ্বাসে নবীকৃত হও—যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস, ভালবাসায় নবীকৃত হও—যে ভালবাসা তাঁর রক্ত

তোমরা বিনম্রতা পরিধান কর ও বিশ্বাসে নবীকৃত হও, যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস; ভালবাসায়ও নবীকৃত হও, যে ভালবাসা যীশুখ্রীষ্টের রক্ত। তোমাদের মধ্যে যেন পরের বিরুদ্ধে কারও কিছু না থাকে; মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে ঈশ্বরের জনসমাবেশ নিন্দার পাত্র হবে, এমন সুযোগ বিধর্মীদের দিয়ো না; কেননা লেখা আছে, *তাকে ধিক্, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু।*

তাই যখন কেউ তোমাদের কাছে যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে ছাড়া অন্য কথা বলে, তখন তোমরা বধির হও—কেননা খ্রীষ্টই তিনি, যিনি দাউদবংশধর ও মারীয়ার পুত্র, যিনি সত্যিই জন্ম নিলেন, খেলেন ও পান করলেন, পোন্তিয় পিলাতের আমলে সত্যি নির্যাতিত হলেন, সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, ও স্বর্গ মর্ত ও পাতালের সমক্ষে মৃত্যুবরণ করলেন; ও মৃতদের মধ্য থেকে

পুনরুত্থানও করলেন। তাঁর পিতাই তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন, আর সেইভাবে তাঁর পিতা খ্রীষ্টযীশুতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যাঁকে ছাড়া প্রকৃত জীবন আমাদের নেই।

অতএব, তোমরা এ সমস্ত আগাছা এড়াও, কারণ এগুলো মৃত্যুজনক ফল ফলায়, আর তা খেলেই মানুষ মরে; কেননা এগুলো পিতার রোপিত গাছ নয়; যদি হত, তবে ক্রুশেরই শাখার মত দেখাত ও তাদের ফল অক্ষয়শীল হত—সেই ক্রুশ দ্বারাই তো খ্রীষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজ অঙ্গগুলো এ তোমাদেরই আহ্বান করেন। ফলে মাথা অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, কারণ ঐক্য যে ঈশ্বর, তিনি সেই ঐক্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি স্মির্না থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছে ও আমাকে দেহে ও আত্মায় আরাম দিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, আমি এ প্রার্থনা করতে করতে, যীশুখ্রীষ্টের খাতিরে যে শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার এ শেকল তোমাদের অনুরোধ করে: তোমাদের এ একাত্মতায় ও পারস্পরিক প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হও। কেননা এ সমীচীন যে, তোমরা ও বিশেষভাবে প্রবীণবর্গ ধর্মাধ্যক্ষকে আরাম দেবে—পিতা, যীশুখ্রীষ্ট ও প্রেরিতদূতদের সম্মানার্থে। আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আমার এ পত্রের বাণী তোমরা ভালবাসায় শোন, যাতে আমার এ পত্র তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। আমার জন্যও প্রার্থনা কর, কারণ ঈশ্বরের দয়া ও তোমাদের ভালবাসা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন, আমি যেন লাভ করতে পারি সেই উত্তরাধিকার যা পেতে যাচ্ছি, ও তেমন উত্তরাধিকারের অযোগ্য বলে যেন পরিগণিত না হই। স্মির্নাবাসীদের ও এফেসীয়দের ভালবাসা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়: তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, যার নাম বহন করতে আমি যোগ্য নই—আমি যে তার সদস্যদের নিম্নতম! যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্য হও, ঠিক যেন ঐশবিধানের প্রতি; প্রবীণবর্গের প্রতিও বাধ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ে পরস্পরকে ভালবাস।

আমার প্রাণ তোমাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—এখন শুধু নয়, যখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, তখনও। কেননা আমি এখনও বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু যিনি যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বস্ত, সেই পিতা তোমাদের ও আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। অনিন্দ্য হয়ে তোমরা যেন তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পার।

শ্লোক ২ থে ২:১৪-১৫; সিরা ১৫:১৩

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।

প্র প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন, তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।